ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-222 ■ 14 May, 2026 ■ আগরতলা ১৪ মে, ২০২৬ ইং ■ ৩০ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তার পর নিজের কনভয় ছোট করলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (আইএএনএস) ।। পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতজনিত জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষিতে দেশবাসীকে মিতব্যয়িতার আহ্বান জানানোর কয়েকদিনের মধ্যেই নিজেই উদাহরণ তৈরি করলেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারি খরচ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা আরও জোরালো করতে নিজের কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছেন তিনি।

সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ-কেও কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও নিরাপত্তা প্রোটোকল মেনেই প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখা হচ্ছে।

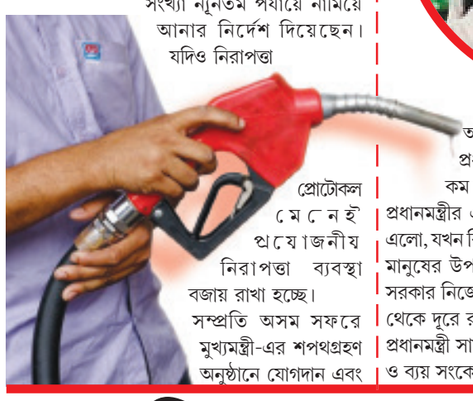

সম্প্রতি অসম সফরে মুখ্যমন্ত্রী-এর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদান এবং গুজরাটে সোমনাথ অমৃত মহোৎসবে অংশ নেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ে স্বাভাবিকের তুলনায় কম সংখ্যক গাড়ি দেখা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ এমন এক সময়ে সামনে এলো, যখন বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছিল যে সাধারণ মানুষের উপর মিতব্যয়িতার চাপ সৃষ্টি করা হলেও সরকার নিজে আন্তর্জাতিক তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব থেকে দূরে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে জ্বালানি সাশ্রয় ও ব্যয় সংকোচনের বার্তা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ৫০ শতাংশ কর্মচারী বাড়ি থেকেই অফিসের কাজ করবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে ।। *প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সরকারি অফিসে অফিস চলাকালীন সময়ে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিগণের মধ্যে ৫০ শতাংশের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাকি ৫০ শতাংশ কর্মচারি বাড়িতে থেকে তাদের অফিসের কাজ (ওয়ার্ক ফ্রম হোম) করবেন।*

দপ্তর প্রধানগণ সংশ্লিষ্ট তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিগণের জন্য সপ্তাহভিত্তিক রোস্টার তৈরি করবেন এবং প্রথম সপ্তাহের রোস্টার তৈরির সময় যে সমস্ত কর্মচারি অফিসের নিকটবর্তী এলাকায় থাকেন তাদের প্রাধান্য দেবেন। যে সমস্ত কর্মচারি যেদিন বাড়ি থেকে কাজ করবেন সেদিন তাদেরকে টেলিফোন এবং অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত থাকতে বলা হয়েছে যাতে জরুরি ভিত্তিতে নির্দেশ মোতাবেক তারা অফিসে উপস্থিত হতে পারেন।

রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন (প্রশাসনিক সংস্কার) দপ্তরের পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সরকার অধিগৃহীত সংস্থা, স্থানীয় সংস্থা, স্বশাসিত সংস্থা ও অন্যান্য অধীনস্থ অফিসের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নির্দেশ জারির জন্য বলা হয়েছে। জরুরি পরিষেবামূলক দপ্তরগুলি এই নির্দেশিকার আওতার বাইরে থাকবে। এই নির্দেশিকা এখন থেকেই কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জারি থাকবে।

৭.৭৫ কোটি টাকা চিটফান্ডে কেলেঙ্কারিতে কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার ত্রিপুরার সঞ্জিত চক্রবর্তী

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৩ মে ।। ত্রিপুরার বহুচর্চিত চিটফান্ড কেলেঙ্কারির মামলায় বড় সাফল্য পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। প্রায় ৭.৭৫ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগে দীর্ঘদিন পলাতক থাকা সঞ্জিত চক্রবর্তীকে ১২ মে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই।

ধৃত সঞ্জিত চক্রবর্তী কলকাতাভিত্তিক সংস্থা এম/এস কসমিক নেগোসিয়েটর্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সিএমডি ছিলেন। ২০১৩ সালে ত্রিপুরা পুলিশের দায়ের করা এফআইআরের পর থেকেই তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। পরে ত্রিপুরা সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ডিএসপিই আইন, ১৯৪৬-এর আওতায় মামলাগুলির তদন্তভার গ্রহণ করে সিবিআই।

সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম মামলায় ২০১৫ সালে সঞ্জিত চক্রবর্তী ও অন্যদের বিরুদ্ধে প্রায় ৭.৪৮ কোটি টাকা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রতারণার অভিযোগে চার্জশিট দাখিল করা হয়। দ্বিতীয় মামলায় ২০২৪ সালে প্রায় ২৭.১৩ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগে আরও একটি চার্জশিট জমা পড়ে। দুই ক্ষেত্রেই সঞ্জিত চক্রবর্তীকে পলাতক অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিযুক্ত গ্রেফতার এড়িয়ে চলছিলেন। দীর্ঘ অনুসন্ধান, ফিল্ড ভেরিফিকেশন, প্রযুক্তিগত ও শারীরিক নজরদারি, সিডিআর বিশ্লেষণ এবং ওএসএনআইটি তথ্যের ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় তার অবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

সিবিআই জানিয়েছে, কলকাতার আদালত থেকে ট্রানজিট রিমান্ড সংগ্রহের পর অভিযুক্তকে ত্রিপুরায় নিয়ে এসে সংশ্লিষ্ট আদালতে পেশ করা হবে। ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে।

পুদুচেরি মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন রঙ্গস্বামী

পুদুচেরি, ১৩ মে (আইএএনএস) ।। পুদুচেরিতে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করল এনডিএ সরকার। প্রবীণ নেতা এন. রঙ্গস্বামী রেকর্ড পঞ্চমবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন।

পুদুচেরির লোক ভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট গভর্নর কে রঙ্গস্বামী এবং নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি বিজেপি বিধায়ক এ. নমসসভ্যাম এবং অল ভিসিডেন্ট এন.আর. দল-এর বিধায়ক মল্লাদি কৃষ্ণ রাও মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

এনডিএ জোটের অধীনে এটি রঙ্গস্বামীর টানা দ্বিতীয় মেয়াদ। পাশাপাশি পুদুচেরির রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে তাঁর অবস্থান আরও মজবুত হলো। এই শপথের মাধ্যমে রঙ্গস্বামী পুদুচেরির ইতিহাসে প্রথম নেতা হিসেবে পাঁচবার মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসার নজির গড়লেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পুদুচেরি বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোট স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ৩০ সদস্যের বিধানসভায় রঙ্গস্বামীর নেতৃত্বাধীন এআইএনআরসি জোটের মধ্যে সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে উঠে আসে, তাদের দখলে রয়েছে ১২টি আসন। অন্যদিকে বিজেপি-র রয়েছে চারজন বিধায়ক। এছাড়া ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে দেশজুড়ে আমূল দুধের দাম লিটারে ২টাকা বৃদ্ধি

গান্ধীনগর, ১৩ মে ।। দেশের বৃহত্তম দুগ্ধ সমবায় সংস্থা গুজরাট সমবায় দুগ্ধ বিপণন ফেডারেশন(জিসিএমএমএফ) বুধবার ঘোষণা করেছে যে, ১৪ মে থেকে সারা দেশে অমুল ব্র্যান্ডের তাজা দুধের দাম লিটার প্রতি ২ টাকা করে বাড়ানো হবে।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, নতুন মূল্যবৃদ্ধি অমুলের বিভিন্ন জনপ্রিয় দুধের প্যাকেটের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে এবং সর্বোচ্চ খুচরো মূল্যে (এমআরপি) প্রায় ২.৫ থেকে ৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটবে।

আমুল-এর বিপণনকারী এই সংস্থার দাবি, এই মূল্যবৃদ্ধি দেশের গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতির তুলনায় কম। পাশাপাশি তারা জানিয়েছে, মে ২০২৫-এর পর থেকে অমুল দুধের দামে আর ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিবিএসই দ্বাদশের ফল প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১৩ মে ।। সিবিএসই বুধবার দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে। এবারের পরীক্ষায় দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ পাশের হার অর্জন করেছে কেরলের তিরুবনন্তপুরম অঞ্চল।

সিবিএসই-র প্রকাশিত অঞ্চলভিত্তিক ফলাফল অনুযায়ী, তিরুবনন্তপুরম অঞ্চলের পাশের হার ৯৫.৬২ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চেন্নাই অঞ্চল, যেখানে পাশের হার ৯৩.৮৪ শতাংশ। তৃতীয় স্থানে থাকা বেঙ্গালুরু অঞ্চলের পাশের হার ৯৩.১৯ শতাংশ।

অন্ধ্র প্রদেশের বিজয়ওয়াড়া অঞ্চলে পাশের হার ৯২.৭৭ শতাংশ। দিল্লি পশ্চিম অঞ্চলে এই হার ৯২.৩৪ শতাংশ এবং দিল্লি পূর্ব অঞ্চলে ৯১.৭৩ শতাংশ।

এছাড়াও আহমেদাবাদ অঞ্চলে পাশের হার ৯০.৬০ শতাংশ, গুরুগ্রাম অঞ্চলে ৮৮.৪৫ শতাংশ, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভবানীপুর আসন রাখলেন শুভেন্দু, ছাড়লেন নন্দীগ্রাম

কলকাতা, ১৩ মে (আইএএনএস) ।। শুভেন্দু অধিকারী বুধবার পশ্চিমবিধানসভায় ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। এর মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে গেল, তিনি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম আসনটি ছাড়তে চলেছেন।

সম্প্রতি সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী একই সঙ্গে ভবানীপুর এবং নন্দীগ্রাম, দুই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হন। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেন। অন্যদিকে নন্দীগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করকে ৯ হাজারেরও বেশি ভোটে হারিয়ে জয়ী হন তিনি। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গাড়ির বহর কমছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে ।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এসকটে ব্যবহৃত গাড়ির সংখ্যা কমানোর উদ্যোগ নিল প্রশাসন। আজ এই সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাজ্যের ডিজি-র নিকট পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রে জানা গিয়েছে।

বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর এসকটে মোট সাতটি গাড়ি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, সেই সংখ্যা কমিয়ে চারটিতে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব গাড়ি সহ এসকটে মোট চারটি গাড়ি থাকবে।

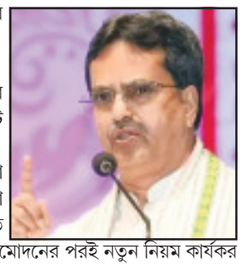

ধারণা করা হচ্ছে, প্রশাসনিক জ্বালানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণে আনা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও সুশৃঙ্খল ও কার্যকর করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসকটে অতিরিক্ত গাড়ির ব্যবহার কমিয়ে আরও সংক্ষিপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলার দিকেই জোর দেওয়া হচ্ছে। ডিজি-র অনুমোদনের পরই নতুন নিয়ম কার্যকর হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

বিধায়ক পদে শপথ নিলেন জহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে ।। ধর্মনগর কেন্দ্রের নবনির্বাচিত বিজেপি প্রার্থী জহর চক্রবর্তী আজ ত্রিপুরা বিধানসভার লবিতে বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে বিধায়ক জহর চক্রবর্তীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিভিন্ন দলের বিধায়ক এবং বিরোধী দল সিপিআই(এম) ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা।

শপথ গ্রহণের পর জহর চক্রবর্তী বলেন, ধর্মনগর কেন্দ্রের উন্নয়নকে তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবেন। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখাও তাঁর দায়িত্বকালের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হবে বলে তিনি জানান।

ভারতীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দলের হয়ে ভূটান সফরে সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে ।। ভারতীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ভুটান সফরে গিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সফরকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি জানান, ভারত ও ভুটানের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং সংসদীয় সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করতে একাধিক ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরের কাউন্সিলার মৃত্যুকান্ডে তিন অভিযুক্তের আগাম জামিন খারিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ মে ।। রাহুল কিশোর রায় মৃত্যুকাণ্ডে বড় ধাক্কা খেলেন অভিযুক্তরা। ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালত মঙ্গলবার তিন অভিযুক্তের অগ্রিম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। আদালতের এই সিদ্ধান্তের পর ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ধর্মনগরের রাজনৈতিক মহল।

জানা গিয়েছে,জামিন আবেদন নং ১৯, ২০২৬ মামলায় অভিযুক্ত অভিজিৎ দাস, সুরজ দেব এবং হীরকজ্যোতি নাথ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে প্রি-অ্যারেস্ট বেলের আবেদন জানান। মামলাটি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর (বিএনএস)-এর ৩২৯(৪), ১১৭(২), ৩৫১(৩), ১০৮ ধারায় রুজু হয়েছে।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, গত ৫ মে ধর্মনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অনন্যা ভট্টাচার্য। অভিযোগে তিনি জানান, ৪ মে উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ কয়েকজন দুষ্কৃতী তাদের বাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশ করে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও হামলা চালায়। অভিযোগ, অভিযুক্তরা তাকে মারধর করে মাটিতে ফেলে দেয় এবং তার স্বামী রাহুল কিশোর রায়কে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। বাধা দিতে গেলে শ্বশুর-শাশুড়িকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগে আরও বলা হয়, ওইদিন গভীর রাত প্রায় ১টার সময় ফের বাড়িতে হামলা চালানো হয় এবং রাহুলকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। পরদিন অর্থাৎ ৫ মে ভোর সাড়ে চারটা ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

২৭ থেকে ২৯ জুন

রাজ্যের আয়োজনে দিল্লিতে ৩ দিনের আনারস মহোৎসব ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে ।। বিশ্বব্যাপী কুইন আনারসের প্রসার ঘটাতে আগামী ২৭ থেকে ২৯ জুন দিল্লিতে আনারস মহোৎসব আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই তথ্য জানিয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী আজ কৃষি ও উদ্যানপালন, বন, হস্তশিল্প এবং অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্যের উপস্থিতিতে একটি পর্যালোচনা সভায় প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রী জানান, দিল্লিতে, ত্রিপুরা সরকার একটি আনারস মহোৎসবের আয়োজন করবে, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ অংশ নেবেন।

তিনি বলেন আমাদের রাজ্যের কুইন আনারস, যা জিআই-ট্যাগপ্রাপ্ত এবং এটাই রাজ্যের রাজ্যফল, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী এর প্রসার ও আনারস চাষিদের উপকার করতে আমরা ২৭ জুন থেকে তিন দিন ধরে আন্তর্জাতিক আনারস দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছি। এই অনুষ্ঠান ২৭ জুন শুরু ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাল নোট পাচার কাণ্ড,গ্রেপ্তার মধুবনের জসিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৩ মে।। জাল নোট পাচার কাণ্ডে ফের বড় সাফল্য পেল সোনামুড়া থানার পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এবার মধুবন এলাকার বাসিন্দা জসিম হোসেনকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৪ মে, ২০২৬ ইং
৩০ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

বাড়িল দুধের দাম !

রাত পোহালেই বর্ধিত মূল্যে কিনিতে হইবে দুধ। 'মাদার ডেয়ারি' ও "আমুল", এই ব্র্যান্ডগুলি তাহাদের পণ্য দুধের দাম বাড়াইয়াছে। ১৪ মে থেকে প্যাকেটবন্দি দুধের দাম বাড়ানোর কথা ঘোষণা করিয়াছে এই দুই সংস্থা।ইরান যুদ্ধের জেরে ইতিমধ্যেই জ্বালানির দাম নিয়া উদ্বেগ তৈরি
হইয়াছে। সদ্য দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, গাড়ির তেল ব্যবহার, ভোজ্য তেল ব্যবহার, সোনা কেনা নিয়া সংযমের কথা বলিয়াছেন। ফলত, উদ্বেগ বাড়ছিলই। তারই মাঝে এবার বাড়িল দুধের দাম। 'মাদার ডেয়ারি', "আমুল", এই দুই সংস্থার বিভিন্ন প্যাকেটজাত দুধের দাম ১৪ মে থেকে লিটার প্রতি প্রায় ২ টাকা করিয়া বাড়িয়া যাইবে। এমনই ঘোষণা করিয়াছে দুই সংস্থা।জ্বালানি তেলের দাম নিয়া সাধারণ মানুষের উদ্বেগের মাঝেই দুধের বাজারে বড়সড় ধাক্কা দিল দুই প্রধান দুগ্ধ বিপণন সংস্থা "আমুল" এবং "মাদার ডেয়ারি"। ১৪ মে, ২০২৬ থেকে দেশজুড়ে কার্যকর হইতেছে এই বর্ধিত মূল্য। মূলত পশুখাদ্য, প্যাকেজিং এবং বিশেষ করে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির কারণেই উৎপাদন ও পরিবহণ খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।আমুল মূলত প্রতি লিটারে ২ টাকা করিয়া দাম বাড়াইয়াছে। আমুল গোল্ড এখন থেকে ৩৫ টাকা ,আগে ছিল ৩৪ টাকা। আমুল তাজা এখন থেকে ২৯ টাকা ,আগে ছিল ২৮ টাকা।আমুল শক্তি: এখন ৩২ টাকা ,আগে ছিল ৩১ টাকা। আমুল কাউ মিল্ক (গরুর দুধ): এখন ৩০ টাকা ,আগে ছিল ২৯ টাকা।আমুল বাফেলো মিল্ক (মোষের দুধ): একলাফে ২ টাকা বাড়িয়া হইয়াছে ৩৯ টাকা।মাদার ডেয়ারিও লিটার প্রতি গড়ে ২ টাকা দাম বাড়াইয়াছে। সংস্থা দুটির পক্ষ থেকে জানানো হইয়াছে যে, বিগত এক বছরে কৃষকদের থেকে দুধ কিনিনার খরচ প্রায় ৩-৬ বাড়িয়া গিয়াছে। এর পাশাপাশি:গবাদি পশুর খাবারের দাম অনেকটা বাড়াইয়াছে।জ্বালানির দাম বাড়ায় পরিবহণ খরচ এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। দুধের প্যাকেট তৈরির খরচও আগের তুলনায় বেশি মধ্যবিত্তের হেঁশেলের বাজেটে এই বৃদ্ধি যে নতুন করিয়া চাপ সৃষ্টি করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এর প্রভাবে আগামী দিনে মিষ্টি, দই বা পনিরের মতো দুগ্ধজাত পণ্যের দামও বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সংস্থা দুটির পক্ষ থেকে জানানো হইয়াছে যে, বিগত এক বছরে কৃষকদের থেকে দুধ কিনিনার খরচ প্রায় ৩-৬ বাড়িয়া গিয়াছে। মধ্যবিত্তের হেঁশেলের বাজেটে এই বৃদ্ধি যে নতুন করে চাপ সৃষ্টি করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। এর প্রভাবে আগামী দিনে মিষ্টি, দই বা পনিরের মতো দুগ্ধজাত পণ্যের দামও বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

যুবরাজনগরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হল ৫০টি মোবাইল স্টল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ মে: স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে উত্তর ত্রিপুরার যুবরাজনগরে বুধবার ৫০টি মোবাইল স্টল বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল স্টল তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অপর্না সিনহা, যুবরাজনগর ব্লকের বিডিও, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি ভবতোষ দাস, যুবরাজনগর মণ্ডলের সভাপতি কিরণশংকর দেবনাথ, টিআরএলএম-এর আধিকারিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।
অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার মহিলারা ক্ষুদ্র ব্যবসার সুযোগ পাবেন এবং নিজেদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।
অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরাও এই উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প আরও বিস্তৃত করার দাবি জানান। এছাড়াও যুবরাজনগর কেন্দ্রের অন্তর্গত মোট ২০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে যুবকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

গন্ডাছড়া দ্বাদশমান বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, রক্তদান করলেন ২২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১৩ মে: "রক্তদান মহৎ দান, এক ফোঁটা রক্তে বাঁচে একটি প্রাণ" এই বার্তাকে সামনে রেখে গন্ডাছড়া দ্বাদশমান বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে বুধবার বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনে অনুষ্ঠিত হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।
জানা গিয়েছে, গত ১১ মে বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে পুরাতন টাউন হলে সাতদিনব্যাপী বিশেষ শিবিরের সূচনা হয়। প্রতি বছরের মতো এবছরও নানা সামাজিক ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। শিবিরের দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার সদর বাজার এলাকার বিভিন্ন কর্দমাক্ত স্থান পরিষ্কার করে "স্বচ্ছতা হি সেবা" কর্মসূচি পালন করেন এনএসএস ভলান্টিয়াররা।
বুধবার ছিল শিবিরের তৃতীয় দিন। এদিন বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে এনএসএস ইউনিটের ভলান্টিয়ারদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী ধন্যমানিক ত্রিপুরাও উপস্থিত থেকে রক্তদান করেন।
অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ খজেন্দ্র ত্রিপুরা সকল রক্তদাতাকে ধন্যবাদ জানান এবং সমাজের যুবক-যুবতীদের আরও বেশি করে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার ভাস্কর ঘোষ জানান, বুধবারের রক্তদান শিবিরে মোট ২২ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন।

বনমালীপুর রামঠাকুর সেবা মন্দিরে ১৭ মে বিনামূল্যে মেগা স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: আগামী ১৭ মে বনমালীপুরের শ্রীশ্রী রামঠাকুর সেবা মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিনামূল্যে রোগ নির্ণয় ও মেগা স্বাস্থ্য শিবির। শ্রীশ্রী রামঠাকুর সেবা মন্দির এবং হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।
বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন মন্দির পরিচালন কমিটির সম্পাদক স্বপন কুমার বনিক। তিনি জানান, স্বাস্থ্য শিবিরে সাধারণ মানুষের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হবে।
শিবিরে যে সমস্ত পরিষেবা দেওয়া হবে তার মধ্যে রয়েছে ফাইব্রোস্ক্যান, ইসিজি, লিপিড প্রোফাইল, এলএফটি, থাইরয়েড পরীক্ষা, রক্তে শর্করা পরীক্ষা সহ বিভিন্ন রোগ নির্ণয় পরিষেবা। এছাড়াও উপস্থিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করবেন।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যেই এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এলাকাবাসীদের এই শিবিরে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাংলা নিজেকে পুনরুদ্ধার করল

একসময় হাওড়াকে বলা হতো 'এশিয়ার শেফিল্ড'। হুগলি নদীর তীরে গড়ে ওঠা পাটকলগুলো ছিল এই উপমহাদেশের সংগঠিত শিল্পের বৃহত্তম সমাহার। কলকাতা ছিল ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানীবিরলা ও টাটা গোষ্ঠী, আইটিসি (আইটিসি), ব্রিটানিয়া, কোল ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান মোটরস এবং গার্ডেনরিচশিপবিল্ডার্সের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান কার্যালয়। বার্নপুরের 'আইসকো' (আই আই এস্সিও)-র ইতিহাস ১৯১৮ সাল থেকে শুরু, আর দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সূচনা হয়েছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীপরিকল্পনাকালে। ১৯৫০-৫১ সালে, দেশের মোট শিল্প উৎপাদনের প্রায় ২৭ শতাংশই আসত বাংলা থেকে। আমি সেই কলকাতাকেই চিনতাম। পররাষ্ট্র সেবায় যোগ দেওয়ার আগে, এই শহরেই হিন্দুস্তান লিভারে কাজ করা ছিল আমার প্রথম দিকের পেশাগত অভিজ্ঞতাগুলোর একটি; সেই সময়ের কলকাতা ছিল এমন এক জায়গা, যেখানে সুটকেস-ট্রাঙ্ক হাতে সদ্য আগত একজন তরুণ নিশ্চিত হতে পারত যে, সে ঠিক সেই কেন্দ্রবিন্দুতেই এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে দেশের সমগ্র বাণিজ্য পরিচালিত হয়। শহরের বাতিগুলো তখনো জ্বলত। ট্রামগুলো চলত। কোম্পানিগুলো কর্মী নিয়োগ করত।

এক শতাব্দী ধরে তিল তিল করে যা গড়ে উঠেছিল, তা ধ্বংস হয়ে গেল এমন এক প্রক্রিয়ায়যা কেবল 'অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা'র চেয়েও অনেক বেশি সুপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে এবং টানা চৌত্রিশ বছর ধরে শাসনক্ষমতা নিজেদের দখলে রাখে। 'শ্রমিকশ্রেণি'র অধিকার আদায়ের বাগাড়ম্বরের আড়ালে, সেখানে ধীরে ধীরে শিকড় গাড়ল এক সংগঠিত 'ছায়া-রাষ্ট্র'। কোনো ভবন নির্মাণ, দোকান চালানো, ইটভাটা স্থাপন, পরিবহন রুটের নিবন্ধন কিংবা এমনকি একটি পঞ্চায়েত সভার আয়োজনসবকিছুর অনুমোদনের বিনিময়েই দিতে হতো 'কাট' বা কমিশন। দলের ক্যাডাররা সেই অর্থ সংগ্রহ করত, আর দলের তহবিল তা জমা করত। যে শ্রমিক-আন্দোলন বা 'ইউনিয়নবাদ' পুঁজিকেবিতাড়িত করেছিল, তা ছিল এই প্রক্রিয়ার দৃশ্যমান অংশ মাত্র। আর যে চাঁদাবাজি ও জুলুম সাধারণ নাগরিকদের শহরছাড়া করেছিলতা ছিল সেই অদৃশ্য অংশ, যা ক্যামেরার লেন্সে কখনো ধরা পড়েনি। ২০০০-এর দশকের গোড়ার দিকেযখন বামফ্রন্ট নিজেই নিজেদের ভুল শুধরে নিয়ে পরিস্থিতির মোড় ঘোরানোর এবং সিঙ্গুরে 'টাটা মোটরস'-এর কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলতখন বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস তীব্র অনশন আন্দোলন গড়ে তোলে; যার ফলে ২০০৮ সালে সেই প্রকল্পটি শেষমেশ গুজরাটে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। সেই মাফিয়া চক্র কেবল তাদের খোলস বা রূপ পরিবর্তন করেছিল মাত্র; কিন্তু তাদের অস্তিত্ব বিন্দুমাত্র বিলীন হয়নি।

'পরিবর্তন'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। কিন্তু এরপর যা ঘটল, তা ছিল সেই একই পুরনো ব্যবস্থারই এক নতুন সংস্করণ বা নতুন বেশ। সেই 'কাট' বা কমিশন এখন নতুন নাম পেল'কাট-মানি'। দলের ক্যাডাররা রূপান্তরিত হলো 'সিন্ডিকেট'-এ। জাতীয় শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলার যে ২৭ শতাংশ অংশীদারিত্ব ছিল, তা এখন কমে ৫ শতাংশেরও নিচে নেমে এসেছে। একসময় রাজ্যের মাথাপিছু আয় জাতীয় গড়ের ১২৭ শতাংশে অবস্থান করলেও, বর্তমানে তা নেমে এসেছে ৮৪ শতাংশে। ছয় হাজারেরও বেশি নিবন্ধিত কোম্পানি তাদের প্রধান কার্যালয় কলকাতা থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে গেছে। বাংলার যে সন্তানেরা একসময় হাওড়া বা সল্ট লেকে কাজ করতেন, তাঁরা এখন বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এবং পুনেতে বসবাস করছেন। যে ভোটার তাঁর কর্মসংস্থান ও অর্থসম্পদকে রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে চলে যেতে দেখেছেন, তাঁর মনে ছিল এক হিসাব চুকিয়ে ফেলার তাগিদআর সেই হিসাব মেটানোর হাতিয়ার হিসেবে তাঁর হাতে ছিল একটি ব্যালট।

এই হিসাব-নিকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নারীদের নিয়ে এমন এক নজির, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে কোনো ক্ষমতাসীন শাসককেই যার পক্ষে সাফাই গাইতে হয়নি। একজন নারী মুখ্যমন্ত্রী হয়েও তিনি তাঁর রাজ্যের নারীদের ওপর চালানো নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের নীরব সাক্ষী হয়ে ছিলেনবরং বলা যায়, তাঁর শাসনেই এসব ঘটেছিল। আগস্ট ২০২৪-এ আর জি কর মেডিকেল কলেজে এক স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণরত নারী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড; অপরাধস্থলে সারারাত ধরে এক উন্মত্ত জনতা যে তাণ্ডব চালিয়েছিলঅথচ কলকাতা পুলিশ যাদের ছত্রভঙ্গ করার কোনো উদ্যোগই নেয়নি; কলকাতা পুলিশেরতদন্তপ্রক্রিয়া আস্থা জাগাতে ব্যর্থ হয়েছেএই পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া সেই নির্দেশ, যার ফলে তদন্তভার হস্তান্তরিত হয়েছিল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর হাতে; এবং জুনিয়রচিকিৎসকদের সেই বিয়াল্লিশ দিনব্যাপী ধর্মঘটযাদের অনেকেই ছিলেন নারী।

সন্দেশখালি, জানুয়ারি ২০২৪। সুন্দরবনের একটি দ্বীপের নারীরা তৃণমূলের এক জেলা পরিষদ সদস্যের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে এসেছিলেনএমন এক সদস্য যিনি টানা ৫৫ দিন ধরে পলাতক ছিলেন, অথচ রাজ্য পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলাই দায়ের করেনি। যে মুখ্যমন্ত্রী একদা তাঁর নিজের আন্দোলনের মাধ্যমে "পরিবর্তন"-এর বার্তা দিয়েছিলেন, তিনি আজ এমন এক শাসনব্যবস্থার নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যেখানে তাঁরই রাজ্যের নারীদের নিজেদের দলের ক্যাডারদের হাত থেকে বাঁচতে আদালত, কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং রাজপথের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটি বিবেকবর্জিত।

বাংলার নারীদের যা সহ্য করতে হয়েছে, তার সমান্তরালেই ছিল রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের সেই বঞ্চনারকাহিনিযা তাদের বিসর্জন দিতে হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আথবাইডি-র প্রথম অভিযানের রাতে সল্টলেকের একটি তালাবদ্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল নগদ ২১ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সম্পত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে আরও অর্থ উদ্ধারের ফলে মোট অর্থের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। গ্রেফতার হন তৎকালীনক্যাবিনেট মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়যিনি শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে "পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন"-এর দায়িত্বে ছিলেন। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা হাইকোর্ট ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক এবং গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের নিয়োগ বাতিল করে দেয়; আদালত এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটিকে শুরুতেই সম্পূর্ণ বেআইনি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। হাইকোর্টের এই রায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায় এবং ২০২৫ সালে শীর্ষ আদালতও সেই রায়ই বহাল রাখে।

স্কুল শিক্ষক নিয়োগের যে পুরো প্রক্রিয়াটি বাংলার তরুণদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটি সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল, তা শেষমেশ পরিণত হয় এমন এক "কেনাবেচার কেন্দ্রে", যেখানে পদগুলো বিক্রি হয়ে যেত এবং প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীরা লাইনে দাঁড়ানোর সুযোগটুকুও পেত না। এই দুর্নীতির স্তরের ঠিক উপরেই ছিল "রেশন দুর্নীতি"যার জালে জড়িয়ে পড়েন আরও এক তৎকালীনক্যাবিনেট মন্ত্রী, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তারও উপরে ছিল "গরু পাচার দুর্নীতি", "কাট-মানি" সংস্কৃতি এবং "সিন্ডিকেট রাজ"। সাধারণ ভোটাররা এই সবকিছুরমধ্যেকারযোগসূত্রটি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। মাফিয়া-চালিত কোনো রাজ্যে সবার আগে সেই নাগরিককেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়, যিনি ঘুষ দিতে অস্বীকার করেন।

এই নেতিবাচক চিত্রের ঠিক বিপরীতেই দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সাফল্যের খতিয়ান। গত এক দশকে "প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা"-র আওতায় সম্পন্ন হয়েছে ৪ কোটি ২১ লক্ষ বাড়ির নির্মাণকাজ। ২০১৯ সালে যেখানে মাত্র ৩ কোটি বাড়িতে নলবাহিত জলের সংযোগ ছিল, সেখানে "জল জীবন মিশন"-এর মাধ্যমে এখন ১৫ কোটি বাড়িতে সেই সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। "আয়ুষ্মান ভারত" প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫৫ কোটি মানুষ বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পাচ্ছেন। "প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর" (ডিবিটি) ব্যবস্থাটি বাংলার প্রতিটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে একসময় যে ব্যাপক "অর্থ নয়ছয়" বা দুর্নীতির ধারা ছিল, তাকে চিরতরে অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছে। এর কোনোটিই কেবল কথার কথা বা বিমূর্ত ধারণা নয় এগুলো সবই বাস্তব সত্য। তিনি যখন ভোট প্রার্থনা করছিলেন, তখন বাংলার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিটি কার্যকর্তা যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছিলেনতা ছিলেন তাঁরাই।

সেই ভিত্তির নেপথ্যে সক্রিয় ছিল এক সুসংহত নেটওয়ার্ক। দলের বুথ-স্তরের কর্মীবৃন্দ 'পন্না প্রমুখ' এবং সেইসবকার্যকর্তারা, যাঁরা একের পর এক নির্বাচনী চক্রে ভয়ভীতি, হুমকি এবং শারীরিক সহিংসতার শিকার হয়েও অবিচল ছিলেন তাঁরাই এমন সব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভোটার নিবন্ধন, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং ভোটদানের হার নিশ্চিত করার মতো সেই নীরস ও অনাড়ম্বর কাজগুলো সম্পন্ন করেছেন, যা দেখে অন্য রাজনৈতিক দলগুলো আগেই ময়দান ছেড়ে পালিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে উচ্চারিত হুমকি, কেন্দ্রীয় বাহিনী সরে যাওয়ার পর কী ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবেসে সম্পর্কে দেওয়া আস্ফালন এবং নির্বাচনের পরবর্তী সহিংসতায় প্রাণ হারানো মানুষের স্মৃতিএসব বিষয় নিয়ে কার্যকর্তাদের আলাদা করে মনে করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তাঁরা স্বয়ং সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জীবন অতিবাহিত করেছেন। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ স্বয়ং বাংলার পথে পথেঘুরেছেনএক জেলা থেকে আরেক জেলায়; কখনো কখনো মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানেই তিনি একই শহরে পুনরায় ফিরে এসেছেন কারণ তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে, তাঁর দলের কর্মীরা কাঁধে করে ঠিক কতটা গুরুভার বহন করে চলেছেন। তাঁরা যা করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তা কেবল একটি নির্বাচনী চমক বা অঘটন সৃষ্টি করা ছিল না; বরং তা ছিল এক দুর্ভেদ্য দুর্গকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার এক দুঃসাহসিক অভিযান।

এই ঐতিহাসিক সাফল্যের নেপথ্যে থাকা মুখগুলো যেন নিজেদের কাহিনী নিজেরাই বর্ণনা করে চলেছে। শ্রীমতি রত্না দেবনাথ আর.জি. কর হাসপাতালের ঘটনার ভুক্তভোগী সেই সন্তানের জননী যাঁকে ভারতীয় জনতা পার্টি পানিহাটি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছিল এবং যিনি এমন বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন, যা তৃণমূলের পনেরো বছরের একচ্ছত্র আধিপত্যকে সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। শ্রীমতি রেখা পাত্রযিনি সন্দেশ খালির নিজস্ব মাটিতে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রের কাছে সেই অধিকারটুকু দাবি করেছিলেন, যা রাষ্ট্র তাঁকে দিতে অস্বীকার করেছিল; এবং যিনি সেই দাবিকে পাথেয় করে হিঙ্গলগঞ্জ কেন্দ্রে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যেসব জেলার ভোটাররা দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বামপন্থীদের এবং পরবর্তী পনেরো বছর ধরে তৃণমূলের শাসনাধীন ছিলেন তাঁরাই আজ প্রথমবারের মতো 'পদ্ম' প্রতীকের দিকে নিজেদের সমর্থন প্রসারিত করেছেন। রবিবার, ৪ মে ২০২৬

শ্রী হরদীপ সিং পুরি
কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিকগ্যাস মন্ত্রী

এই দিনটিতেই বাংলা তার হিসাব চুকিয়ে দিল। ঘোষিত ২৯৩টি আসনের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করেছে ২০৬টি আসনে। দুই ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক আবরণে আবৃত হয়ে দীর্ঘ উনপঞ্চাশ বছর ধরে চলা 'মাফিয়া-রাজ'অবশেষে আজ তার পরিসমাপ্তি ঘটল। এটি কেবল একটি নির্বাচনী রায় ছিল না; বরং এটি ছিল এক গভীর নৈতিক বিজয়।

এই যুগান্তকারী পদক্ষেপটি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভোটার তালিকার যে "বিশেষ নিবিড় সংশোধন" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি রাজ্য থেকে ৯০ লক্ষ অযোগ্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছেযে রাজ্যে গত ১৫ বছর ধরে অযোগ্য ভোটারদের নাম তালিকায় জমে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়েছিলসেই প্রক্রিয়াটিকে পরাজিত পক্ষ "ভোটার দমনের প্রচেষ্টা" হিসেবে আখ্যায়িত করছে। তবে পরিসংখ্যানই এই বিতর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেয়। যাচাই-বাছাইয়ের সময় যে ২০টি নির্বাচনী কেন্দ্রে সর্বাধিক সংখ্যকভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল, তার মধ্যে ১৩টিতেই জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সামশেরগঞ্জ, লালগোলা, ভগবানগোলা, রঘুনাথগঞ্জ এবং মেটিয়াবুরুজ এই পাঁচটি কেন্দ্রে ভোটারের নাম বাদ পড়ার হার ছিল সর্বাধিক; অথচ এই পাঁচটি কেন্দ্র থেকেই ২০২১ এবং ২০২৬উভয় নির্বাচনেই তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। এমন ৪৯টি নির্বাচনী কেন্দ্র ছিল, যেখানে বিজয়ী প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান ছিল ভোটার তালিকা সংশোধনকালে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যার চেয়ে কম; এই ৪৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৬টিতে জয়লাভ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি, ২১টিতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং ২টিতে কংগ্রেস। যদি কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চালানো হতো, তবে বিজয়ী ও পরাজিত দলের প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে এমন প্রায় সমানুপাতিক বিভাজন কখনোই দেখা যেত না। রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৯২.৯৩ শতাংশ ভোটারের উপস্থিতিই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ভোটার তালিকাটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য ও ত্রুটিমুক্ত ছিল। ভোটাররা ইতিমধ্যেই যে রায় প্রদান করেছেন, তাকে চ্যালেঞ্জ বা বিতর্কিত করার মাধ্যমে পরাজিত পক্ষ কেবল সেই "দাদাগিরি"কেই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেযা ভোটাররা আগেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; একইসাথে তারা প্রকারান্তরে ভোটারদের নেওয়া সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাকেই আরও জোরালোভাবে প্রমাণ করে দিচ্ছে। বাংলা ভোট দিয়েছে, এবং বাংলা তার পছন্দ বেছে নিয়েছে। ভোটাররা ঠিক কী চেয়েছেন, তা অনুধাবন করা মোটেও কঠিন নয়। তারা চেয়েছেন শান্তিএবং সেই সহিংসতা থেকে মুক্তি, যা এতদিন বাংলার রাজপথগুলোকে গ্রাস করে রেখেছিল। তারা চেয়েছেন সমৃদ্ধিএবং যে শহরে তারা বসবাস করেন, সেখানে কর্মসংস্থানের পুনরুজ্জীবন। তারা চেয়েছেনস্থিতিশীলতাএবং এমন একটি প্রশাসন, যারা নাগরিকদের বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়ার বিনিময়ে কোনো "তোলা" বা চাঁদা আদায় করে না। তারা চেয়েছেন রাজ্যের বুকে এক নতুন সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জাগরণসেই রাজ্যের বুকে, যা একসময় এই দেশকে উপহার দিয়েছিল তার প্রথম শিল্পাঞ্চল, বাণিজ্যিক রাজধানী এবং জাতীয় প্রশাসনের প্রাথমিক রূপকারদের। আমি যে "কলকাতায়" কাজ করেছি, সেই কলকাতাকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি "বিকশিত ভারত" গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজেদের অবদান পুনরায় শুরু করার জন্য বাংলা এখন পুরোপুরি প্রস্তুত। গত এক দশকে গৃহীত প্রতিটি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং অবকাঠামোগত সিদ্ধান্তের নেপথ্যে ছিলেন এমন একজন প্রধানমন্ত্রী, যিনি দেশের প্রতিটি নাগরিককেই তাঁর উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু বা "গণনার একক" হিসেবে বিবেচনা করেন। সেই নাগরিকদের প্রতি আস্থা রাখার যে সুফল, তা আজ ফলাফলের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে রইল।

কবিগুরুর প্রেতচর্চা, প্ল্যানচেটে সাড়া দিয়েছিলেন সুকুমার-মধুসূদন ! এসেছিলেন নতুন বউঠানও

কেন বারবার মৃতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইতেন বিশ্বকবি? রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে আরও গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করার সত্যিই প্রয়োজন রয়েছে। যা এক মহাজীবনের আরও নতুন কোনও দিককে তুলে ধরতে পারে।
তরুণ বয়সে তিনি লিখেছিলেন 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান'। ভানুসিংহের ছদ্মনামে 'মরণ' কবিতার সেই উপলব্ধির পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বয়স বাড়লে ক্রমেই বুঝেছিলেন মৃত্যুর কর্কশতা। আপনজনদের সান্নিধ্যের তাড়না তাঁকে বসিয়েছিল প্রেতচর্চার আসরে। মৃত্যুর মাঝে অনন্তের প্রবাহকে খুঁজে ফিরলেও আপনজনদের হারানোর শোক যে তাঁকেও আকুল করেছিল, তা বোঝা যায় তাঁর প্রেতচর্চার এই অভ্যাসের দিকে ফিরে তাকালে।
তবে একথাও ঠিক, কম বয়স থেকেই প্ল্যানচেটের অভিজ্ঞতাও হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। সেকথা বলতে গেলে আরেকটু পিছিয়ে যেতে হবে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের অব্যবহিত পরে ১৮৬৩ সালে প্রথম প্রেতচক্র অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। আয়োজক প্যারীচাঁদ মিত্র। "আলালের ঘরের দুলাল"-এর লেখকের পর পূর্ববঙ্গের যশোরেও এক প্রেতচক্র তৈরি হয়। সেখানে আসতেন দীনবন্ধু মিত্র ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ একাই নন, অনেকেই উৎসাহী ছিলেন পরলোকের রহস্য সন্ধানে।
এই তালিকায় আরও এক নাম হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজদাদা ছিলেন স্বল্পায়ু এক মানুষ। যিনিজোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির শাসন, শিক্ষা এবং শৃঙ্খলার জন্য পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এরই সমান্তরালে ঠাকুরবাড়িতে প্রেতচর্চার সূচনাও হয় তাঁরই হাতে। কিন্তু ১৮৮৪ সালে তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে তখনকার মতো থমকে যায় ঠাকুরবাড়ির প্রেতচর্চা। শোনা যায় কিশোর রবির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল সদ্যমৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তের। প্ল্যানচেটের নাম তিনি দিয়েছিলেন প্রেতবাণীবহ চক্রযান। সেখানেই "মেঘনাদবধ কাব্য"-এর স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা খোদ বিশ্বকবিই বলেছিলেন প্রমথনাথ বিশীকে। কিন্তু সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন পরলোকের অস্তিত্বে? মৈত্রেয়ী দেবীকে তিনি বলেছিলেন, "পৃথিবীতে কত কিছু তুমি জানো না, তাই বলে সে সব নেই? কতটুকু জানো। জানাটা একটুকু, না-জানাটাই অসীম।"
আমেরিকায় মারগারি রেক্স নামে এক মহিলার সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি বলেছিলেন, "মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আমার আশা ও বিশ্বাসের শেষ নেই।" এর থেকে পরিষ্কার, জীবন ও মৃত্যুর মতোই মৃত্যু-পরবর্তী সময় নিয়েও তাঁর কেবল কৌতূহলই নয়, ছিল তীব্র অনুসন্ধিৎসা। তবে তরুণ বয়সে প্ল্যানচেট করলেও আটষট্টি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রেতচর্চা এক অন্য মাত্রা পায়। কেননা সেই সময় তিনি এক 'মিডিয়ামে'র সংস্পর্শে আসেন।
মিডিয়াম অর্থে প্রেতচক্রে ডাক পাওয়া আত্মা যার দেহে ভর করে বা অন্যভাবে যার মাধ্যমে যোগাযোগ করে বাকিদের সঙ্গে। কবির বন্ধু ও বহু কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক মোহিতচন্দ্র সেনের মেয়ে উমা দেবী ছিলেন সেই মিডিয়াম। তরুণী বুলার (উমা দেবীর ডাকনাম) মধ্যে এই বিশেষ ক্ষমতার কথা জানতে পেরে নতুন করে রবীন্দ্রনাথ কৌতূহলী হন প্রেতচর্চায়। প্রশান্ত মহলানবীশ, নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষরাও ছিলেন কবিগুরুর সঙ্গী। প্রায় মাসদুয়েক সময়কালে নিয়মিত যোগাযোগ করা হয়েছিল বহু চেনা মানুষদের সঙ্গে। অমিতাভ চৌধুরীর 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা'র মতো বই থেকে জানা যায়, সেই সব সাক্ষাৎ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল মোটা খাতায়। মিডিয়াম উমার হাতে থাকত কাগজ পেনসিল। আত্মার সব কথা তিনি লিখে চলতেন প্ল্যানচেট চলাকালীন।
ওই খাতা থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন তাঁর 'নতুনদা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ, প্রিয় ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ও হিতেন্দ্রনাথ, স্ত্রী মৃণালিনী, বড় মেয়ে মাধুরীলতা, ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ। এসেছিলেন তাঁর 'নতুন বউঠান'ও। কিন্তু তিনি তাঁর পরিচয় দেননি। যদিও রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয় ছিলেন, তিনিই এসেছেন। কেবল আত্মীয়রাই নন, অনুজপ্রতিম সুকুমার রায় থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো প্রিয় পাত্ররাও এসেছিলেন সেই প্রেতচক্রের আহ্বানে। প্ল্যানচেটে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন দু'লাইনের কবিতা- "আমার আজও কিরে, সেই আবরণ আছে রে।/ এ যেন কোন অজানা পথ, শেষ নাহি রে।" ওপারের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল মৃত্যুর পরে জীবাত্মা কোনও পরিবেশ ও জগতের মধ্যে অবস্থান করে, তাদের মানসিক অবস্থা কেমন থাকে তা নিয়েও। বাদ যায়নি একেবারে 'সাংসারিক' প্রসঙ্গও। সুকুমার রায় কবিগুরুকে অনুরোধ করেছিলেন, তাঁর ছেলেকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে নেওয়ার জন্য।
বুলা মাত্র ২৭ বছর বয়সে মারা যান। এর পরই থমকে যায় কবির প্রেতচর্চা। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে আরও গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করার সত্যিই প্রয়োজন রয়েছে। যা এক মহাজীবনের আরও নতুন কোনও দিককে তুলে ধরতে পারে। প্রেতচক্র সত্যি কি না, সে প্রসঙ্গ এখানে অনাবশ্যক।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার সিপিআইএম কর্মচারী শাখার প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

৩৭,৫০০ কোটি টাকার আর্থিক বরাদ্দসহ ভূগর্ভস্থ কয়লা/লিগনাইট গ্যাসীকরণ প্রকল্পসমূহের প্রসারে একটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ১৩ মে।। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৩৭,৫০০ কোটি টাকা আর্থিক বরাদ্দ করা সহ 'ভূগর্ভস্থ কয়লা/লিগনাইট গ্যাসীকরণ প্রকল্প প্রচার' বিষয়ের জন্য একটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে।

এই প্রকল্পটি ভারতের কয়লা/লিগনাইট গ্যাসীকরণ কর্মসূচিকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন টন (এমটি) কয়লা গ্যাসীকরণের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন, জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার এবং এলএনজি (৫০শতাংশ-এর বেশি আমদানিকৃত), ইউরিয়া (এ২০শতাংশ আমদানিকৃত), অ্যামোনিয়া (এ১০০ আমদানিকৃত) ও মিথানল (এ৮০---৯০ শতাংশ আমদানিকৃত)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্য আমদানির ওপর নির্ভরতা হ্রাসের পথ সুগম করবে।

এর পাশাপাশি একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ হিসেবে, সরকার 'নন-রেগুলেটেড সেক্টর' (এনআরএস)-এর লিঙ্কেজ নিলাম কাঠামোর আওতাধীন ''কয়লা গ্যাসীকরণের মাধ্যমে সিনগ্যাস উৎপাদন'' উপ-খাতে কয়লা লিঙ্কেজের মেয়াদ বাড়িয়ে ৩০ বছর পর্যন্ত করেছে। এর ফলে কয়লা গ্যাসীকরণ প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী নীতিগত নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রকল্পটির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

সিনগ্যাস এবং এর আনুষঙ্গিক পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নতুন ভূগর্ভস্থ কয়লা/লিগনাইট গ্যাসীকরণ প্রকল্পগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য মোট ৩৭,৫০০ কোটি টাকার আর্থিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে; যার লক্ষ্য হলো প্রায় ৭৫ মিলিয়ন টন কয়লা/লিগনাইট গ্যাসীকরণ করা। প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতির জন্য মোট ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ পর্যন্ত আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হবে। একটি স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকল্পগুলোকে বাছাই করা হবে; এই মূল্যায়ন কাঠামোতে প্রকল্পের ব্যয়, ব্যবহৃত কয়লার পরিমাণ এবং উৎপাদিত সিনগ্যাসের পরিমাণকে মূল মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

প্রকল্পের বিভিন্ন নির্দিষ্ট ধাপ বা মাইলফলক অর্জনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, চারটি সমান কিস্তিতে এই প্রণোদনার অর্থ প্রদান করা হবে।

কোনো একক প্রকল্পের জন্য আর্থিক প্রণোদনার সর্বোচ্চ সীমা ৫,০০০ কোটি টাকা; কোনো একক পণ্যের (সিন্থেটিক ন্যাচারাল গ্যাস এবং ইউরিয়া ব্যতীত) ক্ষেত্রে এই সীমা ৯,০০০ কোটি টাকা; এবং কোনো একক সংস্থা বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তাদের আওতাধীন সমস্ত প্রকল্পের জন্য মোট প্রণোদনার সর্বোচ্চ সীমা ১২,০০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত প্রণোদনা বাণিজ্যিক কয়লা খনন ব্যবস্থা কিংবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের অন্যান্য মন্ত্রকের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্য প্রণোদনার অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে; অর্থাৎ, এই প্রকল্পের প্রণোদনা গ্রহণ করলে অন্যান্য প্রকল্পের প্রণোদনা প্রাপ্তির অধিকার কোনোভাবেই খর্ব করা হবে না। এই প্রকল্পটি কোনো নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। তবে এক্ষেত্রে দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহারকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে। কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ:প্রত্যাশিত বিনিয়োগ সংগ্রহ: ২.৫ থেকে ৩.০ লক্ষ কোটি টাকা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।জ্বালানি নিরাপত্তা ও আমদানি প্রতিস্থাপন: কয়লা সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি এলএনজি, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, মিথানল এবং কোকিং কয়লার আমদানি প্রতিস্থাপন করবে।এর ফলে ভারত বিশ্বব্যাপী মূল্যের অস্থিরতা এবং ভূ-রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট সরবরাহ শৃঙ্খলের বিঘ্ন থেকে সুরক্ষিত থাকবে এবং 'আত্মনির্ভর ভারত' ও 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র লক্ষ্যসমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।কর্মসংস্থান সৃষ্টি: এই প্রকল্পের আওতায় কয়লা-সমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহে ২৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫০,০০০ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।সরকারের রাজস্ব আয়: এই প্রকল্পের অধীনে পরিকল্পিত ৭৫ মিলিয়ন টন কয়লা গ্যাসীকরণের মাধ্যমে কয়লা/লিগনাইট ব্যবহার থেকে বার্ষিক ৬,৩০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি জিএসটি এবং অন্যান্য শুল্ক বাবদ আনুষঙ্গিক বা 'ডাউনস্ট্রিম' রাজস্বও অর্জিত হবে।

প্রযুক্তিগত ইকোসিস্টেম: দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে এবং বিদেশি ইপিসি ঠিকাদারদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ 'ভূগর্স্থ কয়লা গ্যাসীকরণ' সক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তুলবে।

উল্লেখ্য, ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম কয়লা (এ৪০১ বিলিয়ন টন) এবং লিগনাইট (এ৪৭ বিলিয়ন টন) ভাণ্ডারের অধিকারী। দেশের সামগ্রিক জ্বালানি মিশ্রণে কয়লার অবদান ৫৫ শতাংশেরও বেশি। গ্যাসিফিকেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কয়লা বা লিগনাইটকে 'সিন্থেসিস গ্যাস' (সিঙ্গ্যাস)-এ রূপান্তরিত করা হয়। এটি জ্বালানি ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের একটি বহুমুখী কাঁচামাল, যা ভারতকে উচ্চমূল্যের আমদানিকৃত পণ্যের বিকল্প তৈরি করতে এবং বৈশ্বিক সরবরাহ বিঘ্ন ও মূল্যের অস্থিরতা থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম করে তুলবে।

২০২৫ অর্থবছরে এলএনজি, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়া, কোকিং কয়লা, মিথানল, ডিএমই এবং অন্যান্য - এমন সব প্রধান পণ্যের আমদানিবিল প্রায় ২.৭৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে; পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ভারতের এই অর্থনৈতিক দুর্বলতা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।'জাতীয় কয়লা গ্যাসফিকেশন মিশন' (২০২১) এবং ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অনুমোদিত ৮,৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই এই নতুন প্রকল্পটি প্রণীত হয়েছে, যার আওতায় ৬, ২৩৩ কোটি টাকার ৮টি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী উদ্যোগগুলোর গতিধারাকে কাজে লাগিয়ে আরও উল্লেখযোগ্য ও বর্ধিত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এই অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করবে।

২০২৬-২৭ বিপণন মরশুমে খরিফ শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ১৩ মে, ২০২৬প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি ২০২৬-২৭ বিপণন মরশুমে ১৪টি খরিফ শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের প্রস্তাবে আজ অনুমোদন দিয়েছে। সরকার ২০২৬-২৭ বিপণন মরশুমে এই শস্যগুলির ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সবথেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে সূর্যমুখীর বীজ। গত বছরের তুলনায় যা কুইন্টাল প্রতি ৬২২ টাকা বেশি। এরপর, তুলোর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৫৫৭ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রামতিল এবং তিলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে কুইন্টাল প্রতি যথাক্রমে ৫১৫ টাকা এবং ৫০০ টাকা। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কৃষিকাজে অর্থ ব্যয়ের বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে খেত মজুরদের পারিশ্রমিক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে লিজ নেওয়া জমির ভাড়া, বীজ, সার, সেচ সহ নানা বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কৃষিকাজে ব্যয় হওয়া অর্থের দেড়গুণ বেশি মূল্যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ধার্য করতে হবে। সেই সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করেই ২০২৬-২৭ বিপণন মরশুমে খরিফ শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, কৃষিকাজে ব্যয় হওয়া অর্থের হিসেবে মুগের ক্ষেত্রে ৬১ শতাংশ, বাজরা ও ভুট্টার ৫৬ শতাংশ এবং অড়হর ডালের ক্ষেত্রে ৫৪ শতাংশ বেশি হারে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।সরকার কৃষিকাজে ডালশস্য, তৈলবীজ এবং শ্রী অন্ন সহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করছে। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালের হিসেবে ধান ৮,৪১৮ লক্ষ মেট্রিক টন সংগ্রহ করা হয়েছে।অন্যদিকে, ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ সময়কালে এই সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪,৫৯০ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৪টি খরিফ শস্যের সংগ্রহের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন নজরে এসেছে। ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ সময়কালে এই শস্যগুলি সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪,৬৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮,৭৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন।

২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ সময়কালে ধান সংগ্রহ করার জন্য কৃষকদের ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ লক্ষ ৮ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ১৪টি খরিফ শস্যের ক্ষেত্রে ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ সময়কালে সংগ্রহের জন্য কৃষকদের দেওয়া হয়েছে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ সময়কালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ লক্ষ ৯৯ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

প্রশাসনে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' চালুর ভাবনা অন্ধ্রপ্রদেশে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু

অমরাবতী, ১৩ মে : প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' বা বাড়ি থেকে কাজের সংস্কৃতি চালু করার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন এন চন্দ্রবাবু নাইডু। বুধবার তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে বিশ্ব দ্রুত দূরবর্তী কর্মপদ্ধতির দিকে এগোচ্ছে এবং সরকারি ক্ষেত্রেও এই সংস্কৃতি উৎসাহিত করা উচিত। অমরাবতীর নিদামারু এলাকায় বল্লিনেনি ইনস্টিটিউট অব স্কিল, এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (বিআইএসইআর)-এর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ওয়ার্ক ফ্রম হোম এখন বাস্তবতা। এমন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যেখানে গোটা বিশ্ব ঘরে বসেই পরিচালিত হতে পারে। এই পদ্ধতিকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষিত মিতব্যয়িতা ও সাশ্রয়মূলক পদক্ষেপগুলিকেও সমর্থন করেন নাইডু। তিনি সাধারণ মানুষকে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত আট দফা কর্মসূচি মেনে চলার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে জানান, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারও আগামী এক-দু'দিনের মধ্যে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করবে।

তিনি বলেন, পেট্রোল ও ডিজেলের ব্যবহার কমাতে পারলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হবে। পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানোরও ডাক দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন, বর্তমানে দীর্ঘ গাড়ির কনভয়ের প্রবণতা বেড়েছে, যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। জনপ্রতিনিধিদের ছোট কনভয় ব্যবহার করে উদাহরণ স্থাপন করার আহ্বান জানান তিনি। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও প্রয়োজন অনুযায়ী সীমিত ও যুক্তিসঙ্গত হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন।

বিদেশ ভ্রমণ কমানোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেরও সমর্থন করেন নাইডু। তিনি বলেন, আমাদের দেশ ও রাজ্যেই অসাধারণ পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। বিদেশে যাওয়ার বদলে দেশের মধ্যেই ভ্রমণ করা উচিত। তাঁর বক্তব্য, প্রত্যেক নাগরিকের মনে 'আমার দেশ, আমার দায়িত্ব' মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। সোনার ক্রয় কমানোর বিষয়েও মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে তিনি জানান, বিদেশি জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে রাজ্য সরকার স্থানীয়ভাবে সবুজ শক্তি উৎপাদনের কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রতিটি খামার ও বাড়ির ছাদে সৌরবিদ্যুৎ ইউনিট স্থাপনের উপরও জোর দেন তিনি।

বিআইএসইআর-কে অমরাবতীর একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে বর্ণনা করে নাইডু জানান, ২৩ একর জমিতে কলেজ এবং ২ একরে স্কিল ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলা হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উৎকর্ষতা আনার পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠান এক লক্ষ মানুষকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন, কিমস হাসপাতাল একসময় ছোট পরিসরে শুরু হলেও বর্তমানে ৩০ হাজার কোটি টাকার সম্পদে পরিণত হয়েছে। হায়দরাবাদকে দেশের অন্যতম চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে কিমস-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলির বড় ভূমিকা রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দ্বিতীয় পর্যায়ে অমরাবতীকে ভবিষ্যতমুখী শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি বিশাখাপত্তনম-কেও একটি বিশ্বমানের নগরীতে পরিণত করার কাজ চলছে।

তিনি আরও ঘোষণা করেন, আগামী ১৫ মে রায়লসীমা অঞ্চলে একটি ফাইটার জেট নির্মাণ কারখানার শিলান্যাস করা হবে। তাঁর মতে, রায়লসীমা ভবিষ্যতে উদ্যানপালন ও প্রযুক্তির বড় কেন্দ্র হয়ে উঠবে। কুর্নুল ইতিমধ্যেই 'ড্রোন সিটি' হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে এবং শ্রী সিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ফ্লোর টেস্টে টিভিকে বিধায়কের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৩ মে (আইএএনএস) : তামিলাগা ভেট্রি কাঝাগম-এর বিধায়ক আর. শ্রীনিবাসা সেতুপতিকে তামিলনাড়ু বিধানসভার ফ্লোর টেস্টে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার ওপর মাদ্রাজ হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশে বুধবার স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। তিরুপত্তুর বিধানসভা কেন্দ্রের এক ভোটের ব্যবধানে জয়কে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের প্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

বিচারপতি বিক্রম নাথ, সন্দীপ মেহতা এবং বিজয় বিষ্ণোইয়ের বেঞ্চ সেতুপতির দায়ের করা বিশেষ অনুমতি পিটিশনের শুনানিকালে এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করে। শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশকে ''অত্যন্ত উদ্বেগজনক'' বলে মন্তব্য করে। আদালত প্রশ্ন তোলে, যখন নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আইনে নির্বাচন পিটিশনের বিধান রয়েছে, তখন সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের হওয়া রিট আবেদন কীভাবে গ্রহণ করা হলো।

শুনানিতে আদালত মন্তব্য করে, ''এটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। হাইকোর্ট নিজেই বলছে যে এর প্রতিকার নির্বাচন পিটিশনের মাধ্যমে হওয়া উচিত, অথচ একইসঙ্গে রিট আবেদনও গ্রহণ করেছে।''

সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, প্রতিপক্ষকে জবাব দাখিলের জন্য দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া হচ্ছে। ততদিন পর্যন্ত মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে এবং হাইকোর্টে চলা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমও স্থগিত থাকবে।

এর আগে মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ সেতুপতিকে কোনও ফ্লোর টেস্ট, আস্থা ভোট, অনাস্থা প্রস্তাব বা বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাই সংক্রান্ত ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিল। বিচারপতি এল. ভিক্টোরিয়া গৌরি এবং এন. সেথিলকুমারের বেঞ্চ ডিএমকে নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী কে.আর. পেরিয়াকারুপ্পনের দায়ের করা রিট আবেদনের শুনানিতে এই নির্দেশ দেয়।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত ফল অনুযায়ী, তিরুপত্তুর কেন্দ্র থেকে সেতুপতি পেয়েছিলেন ৮৩,৩৬৫ ভোট এবং পেরিয়াকারুপ্পন পেয়েছিলেন ৮৩,৩৬৪ ভোট। মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে পরাজয়ের পর পেরিয়াকারুপ্পন অভিযোগ করেন, ডাকযোগে পাঠানো একটি ব্যালট ভুলবশত অন্য তিরুপত্তুর কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল এবং তা বাতিল হয়ে যায়।

মাদ্রাজ হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছিল, এটি শুধুমাত্র ভোট পুনর্গণনা বা ভোট বাতিলের সাধারণ বিরোধ নয়, বরং নির্বাচন প্রক্রিয়ার সততা রক্ষায় প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রশ্নও জড়িত। আদালত আরও মন্তব্য করে, ''এক ভোটের ব্যবধানে নির্ধারিত নির্বাচনে প্রতিটি ভোটই সম্ভাব্যভাবে ফল নির্ধারণকারী।''

অন্যদিকে, একই দিনে তামিলনাড়ু বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী আস্থা ভোটে জয়লাভ করেন। তাঁর সরকারের পক্ষে ১৪৪ জন বিধায়ক ভোট দেন, বিপক্ষে ভোট পড়ে ২২টি এবং পাঁচজন বিরত থাকেন।

ফ্লোর টেস্ট চলাকালীন বিধানসভায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।-এর নেতৃত্বে ডিএমকে বিধায়কেরা ওয়াকআউট করেন। অভিযোগ ওঠে, বিজয় সরকার বিদ্রোহী এআইএডিএমকে বিধায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজনৈতিক ভাঙন উসকে দিচ্ছে।

এদিকে এআইএডিএমকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেন, তাঁর শিবিরের ৪৭ জন বিধায়ক আস্থা ভোটের বিরোধিতা করবেন। তবে বিদ্রোহী নেতা এস.পি. ভেলুমানি ও তাঁর সমর্থকরা শেষ পর্যন্ত টিভিকে সরকারের পক্ষেই ভোট দেন।আস্থা ভোটের আগে আলোচনার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বিজয় বলেন, তাঁর সরকার ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে পরিচালিত হবে এবং ''ঘোড়া কেনাবেচার রাজনীতি নয়, দ্রুতগতির প্রশাসন'' উপহার দেবে।

অসমে ইউসিসি কার্যকর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১৩ মে (আইএএনএস) : অসমে ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) কার্যকর করতে বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে বুধবার ফের জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বলেন, নির্বাচনী ইস্তেহারে দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতিই সরকার পূরণ করার চেষ্টা করবে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ইউসিসি আমাদের নির্বাচনী ইস্তেহারের অংশ। তাই শুধু ইউসিসি নয়, ইস্তেহারে যা যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবকিছুই আমরা শতভাগ বাস্তবায়নের চেষ্টা করব।''

বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড কার্যকর নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হওয়ার মধ্যেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ইউসিসির মূল লক্ষ্য হল বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং দত্তক গ্রহণের মতো বিষয়গুলিতে ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তে সব নাগরিকের জন্য এক অভিন্ন আইন প্রণয়ন করা।

উল্লেখ্য, চলতি বছরে উত্তরখন্ড স্বাধীন ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে বিধানসভায় ইউসিসি বিল পাশ করে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী-র নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ওই বিল অনুমোদন করলেও, এখনও তা পুরোপুরি কার্যকর হয়নি।

বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই ইউসিসির পক্ষে সওয়াল করে আসছে। দলের দাবি, এই আইন কার্যকর হলে লিঙ্গসমতা, ন্যায়বিচার এবং জাতীয় সংহতি আরও মজবুত হবে। প্রধানমন্ত্রী-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব একাধিকবার অভিন্ন দেওয়ানি আইন চালুর পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা ব্যক্তিগত আইন সম অধিকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অন্যদিকে বিরোধী দল এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠন ইউসিসি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। তাঁদের দাবি, এই উদ্যোগ দেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। পাশাপাশি, দেশজুড়ে ইউসিসি কার্যকর করার আগে বৃহত্তর আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলেও মত তাঁদের।

অসমে ইতিমধ্যেই বিজেপি সরকার বিবাহ নথিভুক্তকরণ, বহুবিবাহের উপর নিয়ন্ত্রণ, ভূমি সংস্কার এবং দখলমুক্তকরণ সংক্রান্ত একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। শাসকদলের দাবি, এগুলি তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রাক্তন ঝাড়খণ্ড মন্ত্রী মাধব লাল সিংয়ের মৃত্যু, শোকের ছায়া রাজ্য রাজনীতিতে

রাঁচি, ১৪ মে (আইএএনএস) : দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর বুধবার প্রয়াত হলেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা মাধবলাল সিং। রাঁচির বারিয়াতুর পালস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকাল ৯টা ৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ঝাড়খণ্ডের রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। এরপরই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে বোকারো থেকে রাঁচিতে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও ধারাবাহিক চিকিৎসা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হয়নি।বোকারো জেলার অন্যতম পরিচিত রাজনৈতিক মুখ ছিলেন মাধব লাল সিং। তিনি গোমিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে চারবার বিধায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৮৫, ১৯৯০, ২০০০ এবং ২০০৯ সালে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। অবিভক্ত বিহারের সময় থেকে ঝাড়খণ্ড গঠনের পরবর্তী সময় পর্যন্ত আঞ্চলিক সমস্যা ও জনস্বার্থের নানা বিষয়ে তিনি সরব ছিলেন দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি বিহার ও ঝাড়খণ্ড দুই রাজ্য সরকারেরই মন্ত্রিত্ব সামলেছেন। এছাড়াও তিনি ঝাড়খণ্ড স্টেট রিলিজিয়াস ট্রাস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান পদেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৫ বছর।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, ''গোমিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক এবং অবিভক্ত বিহার ও ঝাড়খণ্ড সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় মাধব লাল সিংয়ের প্রয়াণের খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। জনসেবা ও সামাজিক জীবনে তাঁর অবদান দীর্ঘদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যু জনজীবনের এক অপূরণীয় ক্ষতি।'মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত নেতার আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার ও সমর্থকদের এই কঠিন সময় কাটিয়ে ওঠার শক্তি কামনা করেন।ঝাড়খণ্ড রাজনীতিতে তৃণমূল স্তরের নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন মাধব লাল সিং। বিশেষ করে গোমিয়া অঞ্চলে একাধিক গণআন্দোলনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।গ্রামীণ এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল উল্লেখযোগ্য। সাধারণ, সহজ-সরল ও সৎ নেতা হিসেবেই তিনি পরিচিত ছিলেন।মন্ত্রিত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলালেও তিনি নিজেকে সবসময় সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবেই তুলে ধরতেন। এলাকার বহু মানুষ তাঁকে শুধুমাত্র রাজনীতিবিদ নয়, অভিভাবকতুল্য ব্যক্তিত্ব হিসেবেও দেখতেন।তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতাল ও তাঁর বাসভবনে ভিড় জমান সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারাও শোকপ্রকাশ করে তাঁর মৃত্যুতে ঝাড়খণ্ডের রাজনীতিতে এক বড় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে পোস্টার প্রকাশ করে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি যুব কংগ্রেসের। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কালী নামের বেড়াতে যমও ঘেঁষে না

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

কাল অর্থাৎ মৃত্যু আর কালকে যিনি দমন করেন একবাক্যে তিনিই কালী। অন্যদিকে কালীকে আবার সময়ের শাসক হিসেবেও ধরা হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরকে ধারণ করার পাশাপাশি কালী ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাণ্ডকেও ধারণ করে। বাংলার আনাচে-কানাচে শ্যামা কালী থেকে দক্ষিণা কালী সবুজ কালী থেকে শ্মশান কালী চামুন্ডা কালী রক্ষাকালীর দেখা মেলে। যদি নিজের মনকে প্রশ্ন করা হয় যে কালী শব্দে কিসের এত শক্তি লুকিয়ে রয়েছে, তাহলে উত্তর মিলবে সত্যিই তো তার মধ্যে অপার শক্তি লুকিয়ে থাকে। তিনি চুম্বক রূপী শক্তি হয়ে লোহা স্বরূপ ভক্তকে নিজের কাছে ডাকে। আর সত্যিই কালীর ডাককে উপেক্ষা করবে এ সাধ্য কার ! মহামুনি বশিষ্ঠ থেকে সাধক রামপ্রসাদ, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব থেকে সাধক বামাক্ষ্যাপা সকলেই কালী নামক এই দেবীর কাছে মাথানত করেছেন।

কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন, চারিদিকে শবদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হচ্ছে, মৃতদেহ পুড়ছে। চিল শকুনের লড়াই, পরিবারের বুকফাটা হাহাকার শ্মশানের জ্বলন্ত চিতার আগুন আর তারই পাশে মহাকালীর উন্মাদ নৃত্য। ঘোর অন্ধকার অমাবস্যায় মহাকালীর নিত্য লীলা। কালী তো আমাদের ঘরের মেয়ে, তাহলে তাকে এত ভয় কিসের ! কেনই বা কালীকে ঘিরে সনাতন হিন্দু ধর্মে এতই উন্মাদনা। নিত্য পুজোর পাশাপাশি প্রতি অমাবস্যা ছাড়াও বিশেষ তিথিতে কালীপুজো হয়ে থাকে। পাশাপাশি কালীপুজোকে ঘিরেও থাকে বছর ভোরকার প্রতীক্ষা। কালী নামেই যে যত শক্তি, কারণ সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁষে না। তাহলে সনাতনীদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে কালী কি শুধুই রক্ত মুখ করেই ক্ষান্ত হন ? শুধুই কি সে রক্তের হোলি খেলেন ? না মা কখনই সন্তানের ক্ষতি চান না। কালী তার বরাভয় দ্বারা সকল জিবরূপী সন্তানকে সর্বদা রক্ষা করে চলেন।

তাহলে কালীপুজোয় বলি দেওয়ার অর্থ বললে বোঝায় মানবদেহের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য দমন করা। যতই সে তার কালো মায়াবী রূপের মধ্যে দিয়ে লোলজিহ্বা বার করে থাকুক না কেন সে তো আমাদের ঘরের মেয়ে আপন মা। সুতরাং জীবনে যতই ঝড় ঝাপটা বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন, মন প্রাণ এক মনে সঁপে দিতে হবে মা কালীর পদতলে। যে কালী মা তো আছেন, তিনি ঠিকই পথ দেখিয়ে জীবনের কঠিন সময় পার করে দেবেন। বাংলার আনাচে কানাচে কালী রূপী মেয়েই যে পথদ্রষ্টা সে কথা আর বলতে বাকি রাখে না। অতএব সংসার কারাগার থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে এবং বিষয়ী মনকে সংযত রাখতে কালী নামের জন্ম জন্মান্তরেও কোনও বিকল্প নেই।

এক মুঠো কাঠবাদাম হতে পারে আপনার ঘুমের সঙ্গী

অনিদ্রার সমস্যায় ভুগছেন? জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে আপনার ডায়েটে যোগ করুন এই প্রাকৃতিক সেরা খাবার গুলো। জেনে নিন আমন্ড থেকে শুরু করে কিউই- কোন খাবারগুলো আপনার শরীরের মেলাটোনিন বাড়িয়ে গভীর ঘুমে সাহায্য করবে। রাতে শোয়ার আগে এক মুঠো কাঠবাদাম হতে পারে আপনার ঘুমের সঙ্গী। এতে থাকা ম্যাগনেসিয়াম পেশিকে শিথিল করতে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। অল্প

পরিমাণে আমন্ড খেলে পেটও ভরা থাকে, ফলে মাঝরাতে খিদেয় ঘুম ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে না। আখরোট প্রাকৃতিকভাবে মেলাটোনিন হরমোনে সমৃদ্ধ, যা আমাদের শরীরের ঘুমের চক্র নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া এতে থাকা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ম্যাগনেসিয়াম শরীরকে শান্ত করতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। রাতের খাবারের পর দু-তিনটি আখরোট খেলে ঘুমের মান অনেক উন্নত হয়।

মিষ্টি অথচ স্বাস্থ্যকর কিছু খেতে চাইলে কিউই হতে পারে সেরা বিকল্প। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এই ফলটি সেরোটোনিন তৈরিতে সাহায্য করে, যা গভীর ঘুমের জন্য দায়ী। ঘুমানোর এক ঘণ্টা আগে কিউই খেলে দ্রুত ঘুম আসার সম্ভাবনা বাড়ে।

কলা কেবল শক্তি বাড়ায় না, এটি একটি চমৎকার 'স্লিপ স্ন্যাক'। এতে থাকা পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম শরীরের ক্লান্ত পেশিকে আরাম দেয়। পাশাপাশি এর কার্বোহাইড্রেট মস্তিষ্কে ট্রিপটোফ্যান পৌঁছাতে সাহায্য করে, যা মনকে শান্ত ও ফুরফুরে রাখে।

ওটস কেবল সকালের জলখাবার নয়, রাতের হালকা খাবার হিসেবেও এটি দুর্দান্ত। কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ ওটস দীর্ঘক্ষণ পেটা ভরা রাখে এবং শরীরে মেলাটোনিন নিঃসরণে সহায়তা করে। এক বাটি গরম ওটসের সঙ্গে সামান্য দুধ মিশিয়ে খেলে দারুণ ফল পাওয়া যায়।

যাঁদের অনিদ্রার সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য টক চেরি বা এর রস অত্যন্ত কার্যকরী। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, চেরি জুস মেলাটোনিনের মাত্রা বাড়িয়ে ঘুমের সময়কাল দীর্ঘায়িত করতে সাহায্য করে। তবে বাজারচলতি মিষ্টি জুসের বদলে প্রাকৃতিক চেরি বেছে নেওয়াই ভালো।

পুরনো দিনের অভ্যাস হলেও রাতে এক গ্লাস গরম দুধ খাওয়ার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। দুধে থাকা ক্যালসিয়াম ও ট্রিপটোফ্যান মস্তিষ্ককে ঘুমের সংকেত পাঠায়। এর সঙ্গে কয়েক চামচ কুমড়োর বীজ যোগ করলে জিংক ও ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতিও পূরণ হবে। রাতের খাবারে স্যামন বা সার্ডিনের মতো ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ মাছ রাখা খুবই উপকারী। ভিটামিন ডি এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের সংমিশ্রণ শরীরের সেরোটোনিন হরমোনকে উদ্দীপিত করে। যা কেবল ঘুমের উন্নতি ঘটায় না, পাশাপাশি মানসিক অবসাদ কমিয়ে মনকে শান্ত রাখে।

চরম গরমেও টমেটো থাকবে তরতাজা

বৈশাখের তীব্র গরমে বাজার থেকে আনা টমেটো সংরক্ষণ করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। ফ্রিজে জায়গা নেই? চিন্তার কিছু নেই, ঘরোয়া উপায়ে টমেটো তাজা রাখার টিপস মেনে চললে পচন ধরবে না একটিতেও। জেনে নিন দীর্ঘক্ষণ সবজি সতেজ রাখার টিপস।

বাজার থেকে টমেটো কেনার সময় একটু সতর্ক থাকলেই অর্ধেক কেল্লাফতে। খুব বেশি নরম বা অতিরিক্ত পাকা টমেটো এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। পরিবর্তে কিছুটা শক্ত এবং গাঢ় লালচে রঙের টমেটো বেছে নিন যা দীর্ঘক্ষণ ভালো থাকবে।

অনেকেই বাজার থেকে সবজি এনেই ধুয়ে তুলে রাখেন, যা একেবারেই ভুল। আর্দ্রতা টমেটোর পচন প্রক্রিয়াকে কয়েক গুণ ত্বরান্বিত করে দেয়। তাই ব্যবহারের ঠিক আগের মুহূর্তেই কেবল টমেটো ধোয়া উচিত, তার আগে নয়। টমেটো ঝুড়িতে রাখার সময় বোঁটার দিকটি সব সময় নিচের দিকে করে রাখুন। কারণ বোঁটার চারপাশ দিয়েই বাতাস যাতায়াত করে এবং সেখান থেকেই পচন শুরু হয়। উল্টে রাখলে ভেতরের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ঠিক থাকে এবং সবজি সতেজ থাকে। সরাসরি রোদ লাগে এমন জানলার ধারের পরিবর্তে রান্নাঘরের কোনো অন্ধকার ও ঠান্ডা জায়গা বাছুন। আলমারির নিচে বা কোনো শীতল কোণে টমেটো রাখলে তা পিলপিলে হওয়ার ভয় থাকে না। রোদের তাপ থেকে সবজিকে দূরে রাখাই মূল মন্ত্র।

প্রতিটি টমেটো আলাদা করে শুকনো খবরের কাগজে মুড়িয়ে রাখুন। এতে বাতাসের বাড়তি ময়েশ্চার কাগজ শুষে নেবে এবং টমেটো অন্তত দুই সপ্তাহ পর্যন্ত ফ্রেশ থাকবে। তবে মনে রাখবেন, এক কাগজে অনেকগুলো টমেটো একসঙ্গে জড়ো করবেন না।

আগের দিনে গ্রামবাংলায় কাঠের বাক্সে খড় বিছিয়ে তার ওপর টমেটো সাজিয়ে রাখা হত। এই পদ্ধতি টমেটোকে বাইরের উত্তাপ থেকে রক্ষা করার একটি প্রাকৃতিক ইনসুলেশন হিসেবে কাজ করে। বাড়িতে পুরনো ঝুড়িতে খড় বিছিয়ে এই দেশি টোটকা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। টমেটোর বোঁটার দিকের মুখটি যদি সামান্য সেলোটেপ দিয়ে আটকে দেওয়া যায়, তবে বাইরে থেকে বাতাস ভেতরে ঢুকতে পারে না। এতে টমেটোর পচন প্রক্রিয়া কার্যত থমকে গিয়ে আয়ু বেড়ে যায়। মাত্র এক মিনিটের এই পরিশ্রমে আপনার সবজি বাঁচবে অনেক দিন। ফলের ঝুড়িতে আপেল বা কলার সঙ্গে ভুলেও টমেটো রাখবেন না। এই ফলগুলো থেকে ইথিলিন গ্যাস নির্গত হয় যা টমেটোকে দ্রুত পাকিয়ে দেয় ও পচাতে শুরু করে। এই ছোট ছোট নিয়ম মেনে চললেই অগ্নিমূল্যের বাজারে একটি টমেটোও আর নষ্ট হবে না।

খাবার দিয়ে কীভাবে সাজাবেন ফ্রিজ

ফ্রিজ পরিষ্কার এবং খাবার গুছিয়ে রাখার সঠিক পদ্ধতি জানা থাকলে রান্নাঘরের অর্ধেক কাজ সহজ হয়ে যায়। অনেক সময় সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ফল-মূল বা সবজি দ্রুত পচে যায়, যার ফলে অপচয় বাড়ে। এই ফটোস্টোরিতে জেনে নিন কীভাবে ধাপে ধাপে ফ্রিজ পরিষ্কার করবেন এবং কোন তাকে কোন খাবার রাখলে তা দীর্ঘদিন তাজা থাকবে।

ফ্রিজ গোছানোর প্রথম ধাপ হল এটি সম্পূর্ণ খালি করা। তাকে রাখা প্রতিটি জিনিস বের করে আলাদা জায়গায় রাখুন। এরপর এক্সপায়ারি ডেট চেক করে পচে যাওয়া খাবার বা পুরনো সসগুলো ঝটপট ফেলে দিন।

রাসায়নিক ক্লিনারের বদলে জল এবং ভিনিগার বা সাবান জল ব্যবহার করুন। এতে ফ্রিজে কোনও বাজে গন্ধ থাকবে না। শেলফ এবং ড্রয়ারগুলো বের করে আলাদা করে ধুয়ে নিয়ে ভালো করে শুকনো কাপড়ে মুছে নিন। ফ্রিজের দরজা হল সবথেকে কম ঠান্ডা জায়গা। তাই এখানে দুধের বদলে বিভিন্ন ধরনের সস, আচার, জ্যাম, জেলি বা মাখন রাখুন। ঝটপট দরকার পড়ে এমন ছোট ছোট কন্টেইনারগুলো এখানেই গুছিয়ে রাখা সবথেকে ভালো।

রেডি-টু-ইট খাবার অর্থাৎ যা রান্না করা হয়ে গিয়েছে, সেগুলি ওপরের তাকে রাখুন। এতে রান্না করা খাবারগুলো আপনার চোখের সামনে থাকবে এবং সময়মতো গরম করে খেয়ে নেওয়া সহজ হবে। দই, চিজ, পনির বা মিষ্টির মতো দুগ্ধজাত পণ্যগুলো মাঝের তাকে গুছিয়ে রাখুন। এই অংশটিতে তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় থাকে, যার ফলে দুগ্ধজাত খাবারগুলো দীর্ঘক্ষণ ভালো থাকে এবং এগুলোর গুণমান নষ্ট হয় না। সবজি রাখার ড্রয়ার বা ক্রিস্পার বিনগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করুন। শাকসবজি ভেন্ট বন্ধ করে এক ড্রয়ারে রাখুন। অন্যদিকে আপেল বা নাশপাতির মতো ফলগুলো ভেন্ট খোলা রেখে অন্য ড্রয়ারে রাখা উচিত। ফ্রিজে একটি আলাদা ঝুড়ি বা জায়গা নির্দিষ্ট করুন আগে যেগুলো খাবেন সেগুলো আলাদা ওই ঝুড়িতে রাখুন। যেসব খাবার বা সবজি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেগুলো এই ঝুড়িতে রাখুন। এতে খাবারের অপচয় অনেকটাই কমবে।

বাজার করার আগে ফ্রিজের একটি ছবি তুলে নিন, যাতে অহেতুক একই জিনিস দুবার না কেনা হয়। নতুন জিনিস সবসময় পুরনো জিনিসের পেছনে রাখুন। এতে পুরনো খাবারগুলো আগে শেষ হওয়ার সুযোগ পাবে এবং অপচয় কমবে।

ঘুমের মধ্যেই আচমকা কেঁপে ওঠা খারাপ লক্ষণ

ঘুমের মধ্যে কাঁপুনি বা হিপনিক জার্ক অনেকের জন্যই এক রহস্যময় অভিজ্ঞতা। গভীর ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে হঠাৎ মনে হয় শরীরটা প্রবলভাবে কেঁপে উঠল অথবা আকাশ থেকে পড়ে যাচ্ছেন? চিকিৎসা বিজ্ঞানে একেই স্লিপ স্টার্টার বা হিপনিক জার্ক বলা হয়। এটি কোনও গভীর অসুখ নাকি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? অনেকেই গভীর ঘুমের দেশে পা দেওয়ার ঠিক আগেই অনুভব করেন এক অদ্ভুত ঝাঁকুনি। মনে হয় যেন কোনও উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছেন অথবা শরীরটা আচমকা মোচড় দিয়ে উঠল। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই অবস্থাকেই বলা হয় "হিপনিক জার্ক" বা স্লিপ স্টার্টার। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে এমন কেঁপে ওঠায় অনেকেই ঘাবড়ে যান এবং ভাবেন এটি হয়তো কোনও স্নায়ুর রোগ। তবে চিকিৎসকরা অভয় দিচ্ছেন যে, এটি মোটেও কোনও রোগ বা স্নায়বিক ব্যাধি নয়। এটি শরীরের একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া মাত্র।

বেষণায় দেখা গিয়েছে, সারা বিশ্বের প্রায় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ মানুষ এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান। সাধারণত যখন হৃদস্পন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি কমতে থাকে, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই এই ঝাঁকুনি বা কম্পন অনুভূত হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীদের একাংশের মতে, যখন মানুষ হালকা ঘুমের মধ্যে থাকেন, তখন মস্তিষ্ক পেশীর শিথিলতাকে ভুল বুঝতে পারে। ঘুমের ঘোরে শরীর "পড়ে যাচ্ছে" ভেবে নিয়ে মস্তিষ্ক পেশীগুলোকে দ্রুত সতর্ক হওয়ার সংকেত পাঠায়, যার ফলেই ওই ঝটকা লাগে। যাঁরা অত্যধিক মানসিক চাপে থাকেন বা দিনের বেলা প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। সারাদিনের ক্লান্তি বা উদ্বেগ মস্তিষ্ককে পুরোপুরি শান্ত হতে দেয় না, যার প্রতিফলন ঘটে এই কাঁপুনির মাধ্যমে।

ঘুমনোর ঠিক আগে চা বা কফি পানের অভ্যাস হিপনিক জার্কের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। অতিরিক্ত ক্যাফেইন মস্তিষ্ককে উত্তেজিত রাখে, যা স্বাভাবিক ঘুমের চক্রে ব্যাঘাত ঘটায়। এর ফলে কাঁচা ঘুমে থাকাকালীন শরীর বারবার কেঁপে উঠতে পারে।

পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব থাকলে মস্তিষ্ক এবং শরীর একে অপরের সঙ্গে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। কাঁচা ঘুমের ওই বিশেষ স্তরে পৌঁছলেই শরীর তার স্বাভাবিক ছন্দের বাইরে গিয়ে এমন প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে পর্যাপ্ত জল পান করুন এবং ঘুমনোর আগে ফোন বা ল্যাপটপ থেকে দূরে থাকুন। দুশ্চিন্তামুক্ত মন নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানোর অভ্যাস করলে এবং ক্যাফেইন এড়িয়ে চললেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

গরমে শরীর হবে ঠান্ডা ডাবের জলের কফিতে

ডাবের জলের কফি বা টেন্ডার কোকোনাট কফি বর্তমান সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় একটি পানীয়। এই গ্রীষ্মে শরীর হাইড্রেটেড রাখতে এবং হজমের সমস্যা দূর করতে এই রিফ্রেশিং পানীয়টির জুড়ি মেলা ভার। ক্যাফেইন আর ডাবের গুনাগুণ সমৃদ্ধ এই অভিনব রেসিপিটি জেনে নিন এই প্রতিবেদনে। ভ্যাপসা গরমে এক গ্লাস ঠান্ডা পানীয়ের কোনও বিকল্প হয় না। কিন্তু রোজকার লস্যি বা লেবুর শরবত ছেড়ে এবার ট্রাই করুন "টেন্ডার কোকোনাট কফি"। কফির এনার্জি আর ডাবের শীতলতা- দুইয়ের মিশেলে জমে যাবে আপনার তপ্ত বিকেল।

ডাবের জলে রয়েছে পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের মতো জরুরি মিনারেল, যা শরীরকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। এর সঙ্গে কফির ক্যাফেইন মিশলে ক্লান্তি দূর হয় নিমেষেই। শরীরের পাশাপাশি মনকেও চাঙ্গা রাখতে এই পানীয়ের জুড়ি নেই। এই পানীয় বানাতে খুব বেশি ঝক্কি পোহাতে হবে না। আপনার প্রয়োজন একটি টাটকা ডাবের জল ও তার নরম মালাই, কিছুটা মধু, চার টেবিল চামচ দুধ, কফি পাউডার এবং এক মুঠো বরফ কুঁচি। ব্যস, জোগাড় এক্কেবারে সারা!

প্রথমেই ডাবের জল বের করে নিন এবং নরম মালাইটি চামচ দিয়ে সাবধানে কুড়ে নিন। মনে রাখবেন, প্যাকেটজাত কোকোনাট ওয়াটারের চেয়ে প্রাকৃতিক ডাবের জলই স্বাদে ও পুষ্টিতে সেরা। এবার ব্লেন্ডারে মালাই ও জল একসঙ্গে দিন। ব্লেন্ডারে থাকা ডাবের মিশ্রণের সঙ্গে এবার মিশিয়ে দিন মধু ও দুধ। সমস্ত উপকরণগুলো ভালো করে ব্লেন্ড করে নিন যতক্ষণ না একটা মসৃণ এবং মাখো মাখো টেক্সচার তৈরি হচ্ছে। মধুর বদলে চাইলে ডাবের মিষ্টি বুঝে চিনির সিরাপও দিতে পারেন। অন্যদিকে সামান্য গরম জলে ১৫ গ্রাম কফি পাউডার মিশিয়ে একটি কড়া লিকার তৈরি করে নিন। এবার এই কফির মিশ্রণটিকে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঠান্ডা হতে দিন। গরম কফি সরাসরি ঠান্ডা মিশ্রণে দিলে আসল স্বাদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এবার ব্লেন্ড করা ডাবের মিশ্রণটির মধ্যে ঠান্ডা কফি লিকার ঢেলে দিন। ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে গ্লাসে ঢালুন এবং উপর থেকে ছড়িয়ে দিন প্রচুর বরফ কুঁচি। চাইলে সাজানোর জন্য উপরে সামান্য কফি পাউডার বা চকোলেট শেভিংস দিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। ডাবের সঙ্গে কফি শুনতে প্রথমবার অদ্ভুত লাগলেও, এই "অ্যাকোয়ার্ড টেস্ট" একবার জিভে লাগলে ভোলা কঠিন। হজমের সমস্যা মেটাতে এবং এনার্জি ফিরে পেতে এই ডাবের কফিই হোক আপনার এবারের গ্রীষ্মের সঙ্গী।

ভেলপুরি ও ঝালমুড়ির তফাৎ

ঝালমুড়িতে লুকিয়ে আছে তার ঝাঁজালো সর্ষের তেল এবং বিশেষ ভাজা মশলায়। এখানে মুড়ির সঙ্গে মেশানো হয় ছোলা, বাদাম, নারকেল কুচি আর কুচানো আদা। এর স্বাদ মূলত নোনতা এবং তীব্র ঝাল। ঝালমুড়ি মাখার সময় যে মশলাযুক্ত তেল ব্যবহার করা হয়, তার সুবাসই বলে দেয় এটি খাঁটি বাঙালির ঘরানা। সাধারণত ট্রেন বা বাসের সফর কিংবা গঙ্গার ধারের আড্ডায় কাগজের ঠোঙায় যে বস্তুটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়, তা হলো এই ঝালমুড়ি।

বিকেলের পড়ন্ত রোদ হোক কিংবা বৃষ্টির ভেজা দুপুর বাঙালির মুখরোচক আড্ডার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো মুড়ি। কিন্তু এই সাধারণ মুড়ি যখন রাস্তার ধারের জাদুকরী ছোঁয়ায় ভেলপুরি বা ঝালমুড়িতে রূপান্তরিত হয়, তখনই তৈরি হয় এক চিরন্তন বিতর্ক। দেখতে অনেকটা একরকম হলেও, স্বাদ, গন্ধ এবং প্রস্তুতির কৌশলে এই দুই পদের মধ্যে রয়েছে যোজন যোজন পার্থক্য। একদল যদি সর্ষের তেলের ঝাঁজে মজে থাকেন, তবে অন্যদলের পছন্দ তেঁতুলের চাটনির চটপটে টক-মিষ্টি স্বাদ।

ঝালমুড়িতে লুকিয়ে আছে তার ঝাঁজালো সর্ষের তেল এবং বিশেষ ভাজা মশলায়। এখানে মুড়ির সঙ্গে মেশানো হয় ছোলা, বাদাম, নারকেল কুচি আর কুচানো আদা। এর স্বাদ মূলত নোনতা এবং তীব্র ঝাল। ঝালমুড়ি মাখার সময় যে মশলাযুক্ত তেল ব্যবহার করা হয়, তার সুবাসই বলে দেয় এটি খাঁটি বাঙালির ঘরানা। সাধারণত ট্রেন বা বাসের সফর কিংবা গঙ্গার ধারের আড্ডায় কাগজের ঠোঙায় যে বস্তুটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়, তা হলো এই ঝালমুড়ি।

অন্যদিকে, ভেলপুরি হল স্বাদের এক জটীল সমীকরণ। মুম্বইয়ের চৌপাটি থেকে এর উৎপত্তি বলে মনে করা হলেও এখন এটি সারা ভারতের সম্পদ। ভেলপুরিতে মুড়ির আধিপত্য থাকলেও এর প্রধান অনুষঙ্গ হলো প্রচুর পরিমাণে পাপড়ি আর ঝুরিভাজা। এখানে সর্ষের তেলের বদলে ব্যবহার করা হয় ঘন তেঁতুলের চাটনি এবং কখনও কখনও পুদিনার সবুজ চাটনি। আলুর দম বা সেদ্ধ আলুর ছোট ছোট টুকরো আর টমেটো কুচি ভেলপুরিকে ঝালমুড়ির তুলনায় অনেক বেশি নরম এবং রসালো করে তোলে। পরিবেশনার ধরনেও এদের মেজাজ আলাদা। ঝালমুড়ি মানেই সেই নস্টালজিক সরু লম্বা ঠোঙা, যার ভেতর থেকে নারকেল কুচি খুঁজে পাওয়াটাই এক পরম তৃপ্তি। আর ভেলপুরি সাধারণত পরিবেশিত হয় শালপাতার বাটি বা প্লেটে। ঝালমুড়ি যদি হয় একরোখা এবং সরাসরি ঝাল, ভেলপুরি তবে টক-মিষ্টি-ঝাল সব মিলিয়ে এক উৎসব। উপকরণের এই সূক্ষ্ম বদলই এক সাধারণ মুড়িকে করে তোলে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রতীক। শেষ পর্যন্ত লড়াইটা শ্রেষ্ঠত্বের নয়, বরং মেজাজের আপনি আজ সর্ষের তেলের ঝাঁজে ডুব দেবেন নাকি তেঁতুলের চাটনির জাদুতে? বাকিটা ব্যক্তিগত!

সিবিএসই দ্বাদশের ফল প্রকাশ

● প্রথম পাতার পর

লুধিয়ানা অঞ্চলে ৮৭.৯২ শতাংশ এবং পুনে অঞ্চলে ৮৭.৩২ শতাংশ। সবচেয়ে কম পাশের হার দেখা গিয়েছে প্রয়াগরাজ অঞ্চলে, যেখানে ফলাফল ৭২.৪৩ শতাংশ। পাটনা অঞ্চলে পাশের হার ৭৪.৪৫ শতাংশ। দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ফল প্রকাশের পাশাপাশি ডিজিটাল নথি ও অনলাইন পরিষেবা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও জানিয়েছে সিবিএসই। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, শিক্ষার্থীরা সহজেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিজেদের নম্বরপত্র ও অন্যান্য শংসাপত্র সংগ্রহ করতে পারবে।

সিবিএসই জানিয়েছে, শিক্ষার্থীরা ডিজিলকার মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে মার্কশিট, পাশের শংসাপত্র, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট এবং স্কিল সার্টিফিকেট দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারবে। পাশাপাশি ফলাফল দেখার জন্য উমঙ্গ অ্যাপও চালু রাখা হয়েছে।

বোর্ডের ডিজিটাল একাডেমিক রিপোজিটরি 'পরিণাম মঞ্জুষা'-র মাধ্যমে ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ডিজিটাল নথি উপলব্ধ করা হয়েছে। বিদেশে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাও ই-মেলের মাধ্যমে ডিজিটাল নথি পাবে বলে জানানো হয়েছে। তবে প্রিন্টেড মার্কশিট ও শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট স্কুলের মাধ্যমেই পাঠানো হবে।

প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা করেছে বোর্ড। আধার নম্বরের মাধ্যমে তারা ডিজিলকারে ইলেকট্রনিক নথি পাবে।

দিল্লি পূর্ব ও দিল্লি পশ্চিম আঞ্চলিক অফিসের আওতাধীন শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে অন্যান্য সমস্ত অঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের প্রিন্টেড নথি পরীক্ষার ফর্মে দেওয়া ঠিকানায় পাঠানো হবে। দিল্লির শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে নথি সংগ্রহ করতে হবে।

সিবিএসই আরও জানিয়েছে, মূল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও যারা নম্বর উন্নতির সুযোগ নিতে চায় এবং কম্পার্টমেন্ট বিভাগে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া আগামী ২ জুন, ২০২৬ থেকে শুরু হবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

বোর্ড স্পষ্ট করেছে, পুরো প্রক্রিয়াই অনলাইনে সম্পন্ন হবে এবং অনলাইন তালিকা জমা দেওয়ার পর আর নাম বা বিষয় পরিবর্তনের আবেদন গ্রহণ করা হবে না। নির্ধারিত সময়সীমা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য স্কুল ও শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ছোট করলেন মোদি

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ায়, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের দাবি, আগামী দিনে আরও বহু মন্ত্রী ও প্রশাসনিক আধিকারিক একই পথে হাঁটতে পারেন।

গত সপ্তাহে হায়দরাবাদ সফরে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর উদ্দেশে জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানোর আহ্বান জানান। তিনি মেট্রো ও কারপুলিংয়ের মতো গণপরিবহন ব্যবহারে উৎসাহ দেন এবং বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহারের উপর জোর দেন। পাশাপাশি সোনা কেনা কমানো এবং বিদেশ সফরের বদলে দেশীয় পর্যটনকে অগ্রাধিকার দেওয়ারও আবেদন জানান তিনি। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর কনভয়েও ধীরে ধীরে বৈদ্যুতিক যানবাহন অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পেট্রোল-ডিজেলের ব্যবহার কমিয়ে দেশের বিপুল জ্বালানি ব্যয় হ্রাসের বার্তাও দেওয়া হচ্ছে।আগামী দিনে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও সরকারি দপ্তরেও মিতব্যয়িতার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে। এর মধ্যে কারপুলিং, মেট্রো ব্যবহার এবং বড় আকারের অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলার মতো উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নষ্টে 'অভিবাসন ইস্যু'কে হাতিয়ার করছে আইএসআই: গোয়েন্দা সূত্র

নয়াদিল্লি, ১৩ মে: ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক নতুন করে স্বাভাবিক হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেই অভিবাসন ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। এমনই দাবি করেছে ভারতের গোয়েন্দা সূত্র।

সূত্রের খবর, তারিক রহমান-এর নেতৃত্বাধীন বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে। আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের সময় দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা আধিকারিকদের মতে, বর্তমানে অভিবাসন ইস্যু অত্যন্ত সংবেদনশীল। দুই দেশই বিষয়টি পরিণতভাবে মোকাবিলা করতে চাইছে। কিন্তু আইএসআই-সমর্থিত কিছু গোষ্ঠী এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ভুয়ো প্রচার চালানোর চেষ্টা করছে।

গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, বাংলাদেশে সক্রিয় আইএসআই-ঘনিষ্ঠ নেটওয়ার্কগুলিকে অভিবাসন নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য শুধু সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করা নয়, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কেও ফাটল ধরানো।

এক গোয়েন্দা আধিকারিকের বক্তব্য, আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশে আইএসআই নিজেদের প্রভাব বাড়িয়েছে। ভারতের এবং বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কাজের উদ্দেশ্যে তারা একাধিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে বলেও অভিযোগ।

আইবি-র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পাকিস্তানের আইএসআই বর্তমানে গোপনে কাজ করছে এবং বাংলাদেশে মতাদর্শভিত্তিক গোষ্ঠীগুলিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে ভারতের বিরুদ্ধে ডিজিটাল প্রচার বাড়ানো হচ্ছে এবং অভিবাসন ইস্যুকেই প্রধান হাতিয়ার করা হচ্ছে।

সূত্রের দাবি, পরিকল্পনার প্রথম ধাপে ভুয়ো প্রচার চালানো হবে। এরপর সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে সক্রিয় মডিউলগুলিকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে (হুজি) এবং (জেএমবি)-এর মতো জঙ্গি সংগঠন সক্রিয় রয়েছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের। অভিযোগ, এই সংগঠনগুলির বহু সদস্য পাকিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় নিজেদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে।

গোয়েন্দা মহলের মতে, ভারত ও বাংলাদেশের সুসম্পর্ক পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্ত সন্ত্রাস দমন, জঙ্গি কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের শান্তি বজায় রাখতেও দুই দেশের সহযোগিতা জরুরি।

বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, আইএসআই-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলি বারবার ভুয়ো বয়ান ছড়ানোর চেষ্টা করবে। পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে এবং সেই কারণে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক খারাপ করার প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের আরও দাবি, বাংলাদেশের মাটিতে আইএসআইয়ের সক্রিয়তা নতুন নয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই এই তৎপরতা রয়েছে। তবে এবার তারা আরও বিস্তৃতভাবে নিজেদের কার্যক্রম বাড়াতে চাইছে, যার ফলেই সাম্প্রতিক সময়ে তৎপরতা বেড়েছে।

সূত্রের খবর, বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, কনস্যুলার পরিষেবা এবং যৌথ নদী কমিশনের মতো বিভিন্ন বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ শুরু করেছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ সমস্যাও আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চলছে।

এদিকে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মঙ্গলবার ঢাকা গিয়েছেন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে এই ইস্যুতে আলোচনা করতে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বাংলাদেশে আইএসআই-ঘনিষ্ঠ কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখছে। বিশেষত পাকিস্তানপন্থী কট্টরপন্থী গোষ্ঠী, কিছু প্রভাবশালী সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং হুজি ও জেএমবি-র মতো সংগঠনগুলিকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

২টাকা বৃদ্ধি

● প্রথম পাতার পর

কোনও বৃদ্ধি করা হয়নি। জিসিএমএমএফ জানিয়েছে, পশুখাদ্য, দুধের প্যাকেজিং ফিল্ম এবং জ্বালানির খরচ গত এক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এর জেরে ৩৬ লক্ষেরও বেশি দুধ উৎপাদনকারী কৃষকের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে।

সংস্থার বক্তব্য, সদস্য ইউনিয়নগুলি গত এক বছরে দুধ উৎপাদকদের প্রতি কেজি ফ্যাট বাবদ ৩০ টাকা বেশি প্রদান করেছে, যা প্রায় ৩.৭ শতাংশ বৃদ্ধি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, অমুলের সমবায় কাঠামোয় গ্রাহকদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থের প্রায় ৮০ শতাংশ সরাসরি দুধ উৎপাদকদের কাছে ফিরে যায়। সংস্থার দাবি, সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির বড় অংশই কৃষকদের কাছে পৌঁছাবে এবং এর ফলে দুধ উৎপাদনও উৎসাহ পাবে।

গুজরাটের আহমেদাবাদ, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ-সহ বিভিন্ন এলাকায় সংশোধিত দামে ৫০০ মিলিলিটার অমুল তাজা দুধের প্যাকেটের দাম ২৮ টাকা থেকে বেড়ে ২৯ টাকা হবে। এক লিটারের প্যাকেটের দাম ৫৫ টাকা থেকে বেড়ে ৫৭ টাকা করা হয়েছে।

এছাড়া ৫০০ মিলিলিটার অমুল কাউ মিল্কের দাম ২৯ টাকা থেকে বেড়ে ৩০ টাকা এবং অমুল শক্তির দাম ৩১ টাকা থেকে বেড়ে ৩২ টাকা হয়েছে।

এক লিটার অমুল টি স্পেশালের দাম ৬৩ টাকা থেকে বেড়ে ৬৬ টাকা করা হয়েছে। ৫০০ মিলিলিটার অমুল গোল্ডের প্যাকেটের দাম ৩৪ টাকা থেকে বেড়ে ৩৫ টাকা এবং ৫০০ মিলিলিটার মহিষের দুধের দাম ৩৭ টাকা থেকে বেড়ে ৩৯ টাকা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ৩০ এপ্রিল ২০২৫-এ অমুল দুধের দাম শেষবার সংশোধন করা হয়েছিল, যা ১ মে থেকে কার্যকর হয়েছিল। তখনও উৎপাদন ও পরিচালন খরচ বৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে লিটার প্রতি ২ টাকা দাম বাড়ানো হয়েছিল।

সাংসদ বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও আলোচনায় অংশ নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা - র নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের ভারতীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদল বর্তমানে ভুটান সফরে রয়েছে। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য দুই দেশের পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্ক ও সংসদীয় সহযোগিতা আরও মজবুত করা। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সফর ভারত-ভুটান সম্পর্ককে আরও গভীর ও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ছাড়লেন নন্দীগ্রাম

● প্রথম পাতার পর

এটি দ্বিতীয়বার, যখন শুভেন্দু অধিকারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচনে পরাজিত করলেন। এর আগে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে প্রায় ২ হাজার ভোটের ব্যবধানে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে ২০২১ সালে ভবানীপুর উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ধরে রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ২০২৬ সালের নির্বাচনে শুধু তৃণমূল কংগ্রেসই পরাজিত হয়নি, ব্যক্তিগতভাবেও হার স্বীকার করতে হয়েছে তাঁকে। এদিকে, কবীর-ও এবারের নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত নওদা ও রেজিনগর, দুই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছেন। তবে তিনি কোন আসন রাখবেন এবং কোনটি ছাড়বেন, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি।

বুধবার বিধানসভায় পৌঁছে শুভেন্দু অধিকারী সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে ভিতরে প্রবেশ করেন। তাঁকে স্বাগত জানান প্রোটেম স্পিকার এবং মানিকতলা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক তাপস রায়।

নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিধানসভা চত্বরে শুভেন্দু অধিকারীকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করা হয়। এরপর তিনি বিধানসভা প্রাঙ্গণে থাকা ড. আম্বেদকর -এর মূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা জানান।

পরে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ও পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে বরাদ্দ কক্ষে গিয়ে দেবদেবীর মূর্তির সামনে পুজো করেন তিনি। এরপর বিধানসভা কক্ষে গিয়ে ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে শপথ নেন। প্রোটেম স্পিকার তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

The Executive Engineer, Agartala Division No. III, PWD (R&B), Agartala invites sealed tenders vide PNIT No.02/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2026 - 2027, Dated 12th May 2026 for the works mentioned below:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Stipulated for Completion
1	DNIT No.04/EE/Divn.III/ PWD(R&B)/2026-27	4,75,640	9,513	300(Three hundred) days
2	DNIT No.04/EE/Divn.III/ PWD(R&B)/2026-27	4,75,640	9,513	300(Three hundred) days

Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour w.e.f. 12th to 22nd May 2026 and last date of dropping of tenders is 28th May 2026 up to 4.00 PM.
Last Date of receipt of application: 20th May 2026 upto 5.30 PM
Sealed tender(s) will be opened on 28.05.2026 at 4.30 PM (if possible)

For details please see tender notice
For and on the behalf of the Government of Tripura

(Er. Manohar Debnath)
Executive Engineer
Agartala DivisionNo.III(PWD)

ICA/C-394/26

Notice Inviting e-Tender

The Managing Director TTDCL, Swetmahal, Agartala, Tripura invites rate e- Tender, from eligible Bidders For for Leasing out of building of Wayside amenity(WSA) near Helped at Narkelkunj for operation and maintenance of the assets in Manage Operate Maintain and Transfer(MOMT) Mode. Vide tender ID No. 2026_TTDC_72730_1, Dated 11-05-2026. For more details, kindly visit https:// tripuratenders.gov.in or contact to this office through e-mail. Estimated Cost Put to Tender is Reserve value for 1 year (Rs) 3,90,000/-. The last date for submission of Bid is 01-06-2026.

ICA/C-381/26

Sd/- Managing Director, TTDCL

P'NIeT No. 78-82/EE/DWS/BLG/2026-27 dated 11/05/2026

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites online percentage rate e-tender in single bid system from eligible bidders up to 15.00 hrs. 18/5/2026 for "Implementation of IEC activities including Wall painting, Pamphlet and Soap distribution and installation of instruction board of pump house during the 2026-27 under DWS Division, Bishalgarh (Gr.1 to Gr.5). For details please visit https:// tripuratenders .gov.in or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

ICA/C-377/26

Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

আগাম জামিন খারিজ

● প্রথম পাতার পর

থেকে পাঁচটার মধ্যে বাড়ির বাথরুমে রাহুল কিশোর রায়কে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা।

আদালতে অভিযুক্তদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী অজিত কুমার দাস যুক্তি তুলে ধরে বলেন, ঘটনাটির সঙ্গে আত্মহত্যার প্রত্যক্ষ যোগ এখনও স্পষ্ট নয় এবং অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্ররোচনার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

প্রতিরক্ষা পক্ষ আরও দাবি করে, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত ভিডিও ফুটেজে মৃতের বাবা কিংবা স্ত্রী কেউই প্রথমদিকে অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করেননি। পরে যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং রাজনৈতিকভাবে হয়রানির জন্য করা হয়েছে বলেও আদালতে দাবি তোলা হয়।

আইনজীবী আরও প্রশ্ন তোলেন পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। তার বক্তব্য, সংবাদমাধ্যমে অভিযুক্তদের নাম প্রচার হওয়ায় তদন্তের ক্ষতি হয়েছে, অথচ সেই বিষয়ে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

এছাড়াও অভিযোগপত্র বা এফআইআর নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার দাবি, স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর এমন পরিস্থিতিতে একজন স্ত্রী কীভাবে টাইপ করা অভিযোগপত্র জমা দিতে পারেন, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সেই কারণেই এফআইআর-এর সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে বলে আদালতে জানান তিনি।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে, মামলার গুরুত্ব এবং তদন্তের বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করে এই মুহূর্তে অভিযুক্তদের অগ্রিম জামিন দেওয়া সমীচীন নয়। সেই কারণেই আদালত তিন অভিযুক্তের প্রি-অ্যারেস্ট বেলের আবেদন খারিজ করে দেয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ধর্মনগরের রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন মহলে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া।

আনারস মহোৎসব ঃ কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হয়ে ২৯ জুন শেষ হবে দিল্লী তে। আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজী কে অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের জন্য এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজী কেও আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করছি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, দিল্লির মন্ত্রিসভা এবং সাংসদদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে।

কৃষিমন্ত্রী আরও জানান, ডোনার মন্ত্রক , কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের সহায়তায় কুইন আনারসকে বিশ্ব বাজারে প্রচার করতে ২৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন আমাদের কুইন আনারস ১২ হাজার ৯৭ হেক্টর জমিতে উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ ১.৭৭ মেট্রিক টন। আমাদের সরকার আসার পর আমরা দুবাই, জার্মানি, ওমান ও রাশিয়ায় কুইন আনারস রপ্তানি করেছি। আমাদের কুইন আনারস তার মিষ্টি স্বাদের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। আমরা কোল্ড চেম্বার, সংগ্রহ কেন্দ্র, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট ও রেফ্রিজারেটেড ভ্যান স্থাপন করছি। বিপণন ও ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া কুইন আনারসের পাতা থেকে সুতা তৈরির জন্য একটি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রও স্থাপন করা হবে। এই ২৩৬ কোটি টাকা জম্পুইজলা, মোহনপুর ব্লক, মোহনভোগ ব্লক, বক্সনগর ব্লক, কাঠালিয়া ব্লক, কিল্লা ব্লক, পদ্মবিল, মুঙ্গিয়াকামি, তুলাশিখর, মনু, গন্ডাতুইসা , দুর্গাচৌমুহনী ব্লক, কুমারঘাট, গৌরনগর ও চন্দিপুর ব্লকে ব্যয় করা হবে যেখানে এই প্রকল্পগুলির অধিকাংশ অর্থ বরাদ্দ থাকবে।

গ্রেপ্তার মধুবনের জসিম

● প্রথম পাতার পর

তদন্তকারী আধিকারিকরা। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২৭ মার্চ সোনামুড়ার একটি শপিং মলে কেনাকাটার সময় এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১৬টি পাঁচশো টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর ওই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তীতে এই চক্রের আরও তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই সম্প্রতি মধুবন এলাকা থেকে জসিম হোসেনকে আটক করতে সক্ষম হয় সোনামুড়া থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

সোনামুড়া থানার ওসি জানান, গত মার্চ মাস থেকে এখন পর্যন্ত জাল নোট পাচার চক্রের মোট পাঁচজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের মূল পান্ডা ও অন্যান্য সদস্যদের খোঁজে তৎপরতা চালাচ্ছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, সোনামুড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রতি জাল নোট পাচার চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যেও।

শপথ নিলেন রঙ্গস্বামী

● প্রথম পাতার পর

এআইএডিএমকে এবং লাচিয়া জননায়গা কাচ্চির একটি করে আসন রয়েছে।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, রঙ্গস্বামীর নেতৃত্বাধীন সরকারের ধারাবাহিকতা পুদুচেরিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশেষত এমন সময়ে, যখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজনীতিতে আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা এখনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।জোট সূত্রে খবর, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মন্ত্রিসভার আরও সম্প্রসারণ হতে পারে। জোট সমীকরণ মেনে আরও তিনজনকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে বলে জানা গেছে।শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব, জোটসঙ্গী দলগুলির প্রতিনিধিরা, নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান ঘিরে লোক ভবন চত্বরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।নতুন সরকার জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, পরিকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সমন্বয় আরও জোরদার করার উপর গুরুত্ব দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

One Time Financial Support
(দ্বিতীয় কিস্তি ২০২৪-২৫) সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংখ্যালঘু জাতিভুক্ত অ-উপজাতি খ্রীস্টান, অ-উপজাতি বৌদ্ধ, মুসলিম, শিখ, জৈন ছাত্র/ছাত্রীদের জানানো যাইতেছে যে রাজ্য সরকারের ঘোষিত প্রকল্প অনুযায়ী ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আর্থিকভাবে দুর্বল (পরিবারের বার্ষিক আয় সর্বোচ্চ ২,৫০,০০০/- টাকা) সংখ্যালঘু জাতি ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের সরকার অনুমোদিত যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশাগত পাঠ্যক্রমে পড়াশুনা করার জন্য নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে এককালীন আর্থিক সহায়তার দ্বিতীয় কিস্তি (One Time Financial Support) প্রদান করা হবে।

যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০২৪ - ২৫ সালে কমপক্ষে ২ (দুই) বছরের পাঠ্যক্রমের জন্য সরকার অনুমোদিত রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরে যেকোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২৪ - ২৫ সালে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছেন এবং শর্ত সাপেক্ষে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর থেকে এককালিন আর্থিক সহায়তা (One Time Financial Support) ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়ে প্রথম কিস্তির ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ইতিমধ্যে সরাসরি ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পেয়ে গেছেন এবং এককালীন আর্থিক সহায়তার দ্বতীয় কিস্তির জন্য bms.tripura.gov.in (citizen mode) online এর মাধ্যমে আবেদন করেছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রথম বর্ষের উত্তীর্ণের প্রমানপত্র (pass Certificate of 1st year course ie 1st & 2nd Semester Mark sheet or 1st year Mark-sheet) এবং দ্বিতীয় বর্ষের ভর্তির নিদর্শন (study continuing certificate) যাচাই করণ (Verification) এর জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে এখনো জমা করেননি তাদের আবেদন পত্র bms.tripura.gov.in portal এ বর্তমানে 'defective' পর্যায়ে আছে, যা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীগণকে বর্ধিত সময়সীমা আগামী ৩০/০৫/২০২৬ ইং তারিখের মধ্যে bms.tripura.gov.in (citizen mode) online এর মাধ্যমে upload করার জন্য এবং সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে, অন্যথায় প্রার্থীকে অযোগ্য বলে গণ্য করা হবে (সরকারি ছুটির দিনে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে না)। bms.tripura.gov.in (citizen mode) online এর মাধ্যমে আবেদন জমা দেওয়ার পর কোন সংশোধন করা যাবে না।

এখানে উল্লেখ করা যায়, শুধুমাত্র সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দের উপর ভিত্তি করে এককালীন আর্থিক সহায়তার দ্বিতীয় কিস্তি প্রদান করা হবে। উক্ত সময়সীমার পর কোনো আবেদন পত্র জমা রাখা হবে না এবং এর জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা যোগাযোগ করতে পারেন অথবা সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের ওয়েবসাইট (minoritieswelfare.tripura.gov.in)- এ বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।

দূরভাষ :- ০৩৮১ - ২৩০০০৮৩ / ৬০৩৩২৭৭৯৮০

স্বাক্ষর
Sd/-
(নির্মল অধিকারী, আই.এ.এস) অধিকর্তা
সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA/D-173/26

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA
Notice Inviting e-Tender

PNIe-T- No: 02/EE/DIV-III/ AMC/2026-27, Dated: 12-05-2026.

The Executive Engineer, PW DIV-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, Invites online Percentage rate bids, on open bidding format for following work (s): -

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last time and date of Submission	Time and date of opening of Bid/if possible
1	Construction of Community hall with all amenities near Milanswari Kali Bari, Milan Sangha. DNIeT 04/EE/Div-III/AMC/ 2026-27	21,35,956	42,719	120 Days	18/05/2026 at 15.00 Hrs	19/05/2026 at 16.00 Hrs
2	Construction of Community hall with all amenities near Unnyan Sangha Shib Mandir, North Badharghat. DNIeT 05/EE/Div-III/AMC/ 2026-27	21,35,963	42,719	120 Days		
3	Construction of Community hall cum. shelter house near Apanjan Club. DNIeT 06/EE/Div-III/AMC/ 2026-27	23,08,221	46,164	120 Days		
4	Construction of brick soling with R.wall from the H.O Baban Das to H.O Babul Acharjee at School para under ward No 47 AMC. 07/EE/Div-III/AMC/2026-27	6,61,192	13,224	90 Days		
5	Construction of toilet block near Arabinda Sangha Anganwadi centre under ward No 39 AMC. DNIeT No:- DNIeT 08/EE/ Div-III/AMC/2026-27	Rs. 13,47,330.00	26,947	90 Days		

Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division- III,
Agartala Municipal Corporation.

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA
PRESS NOTICE INVITING E-TENDER

PNIe-T- No: 01/EE/PD/AMC/2026-27, Dated: 11-05-2026.

The Executive Engineer, Planning Division, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, invites online percentage/ e-tender in single bid tendering system from the Central& State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES /Railway for the following work through e- procurement portal:

D'NIe-T NO :	34/CE/UDD/EW/DNIe-T/2026-27
Name of Work :	Construction of retaining wall & vision barrier at opposite bank of Dashmi Ghat [phase-I]
Estimated Cost :	Rs. 3,88,11,099/-
Time of Completion :	365 days
Earnest Money :	Rs. 7,76,222/-
Last date and time of submission of Bid :	18.05.2026 Upto 3.00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on **https:// tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
Planning Division
Agartala Municipal Corporation

২৬ মে অসম বিধানসভায় আনা হবে ইউসিসি বিল ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি, ১৩ মে : অসমে ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) চালুর পথে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে অসম সরকার। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘোষণা করেন, আগামী ২১ মে থেকে শুরু হওয়া অসম বিধানসভার অধিবেশনে ২৬ মে ইউসিসি বিল পেশ করা হবে।

গুয়াহাটির কয়নাধারা এলাকায় দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, প্রস্তাবিত এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হবে রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়কে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২১ মে থেকে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবে এবং ২৬ মে ইউসিসি বিল পেশ করা হবে। জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ এই আইনের আওতার বাইরে থাকবেন।

তিনি আরও জানান, নতুন সরকারের নীতিনির্ধারণ ও প্রশাসনিক অগ্রাধিকারের ভিত্তি হবে বিজেপি-র নির্বাচনী ইস্তেহার বা 'সংকল্প পত্র'। তাঁর কথায়, বিজেপির সংকল্প পত্রই সরকারের নীতি ও বাস্তবায়নের রূপরেখার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

এই মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সরকারের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিসভার সদস্য রামেশ্বর তেলি, অতুল বরা, অজন্তা নেওগ এবং চরণ বড়ো। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে নতুন মেয়াদে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের প্রশাসনিক অগ্রাধিকার, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, অসম ইউসিসি কার্যকর করার পথে এগোলে উত্তরাখন্ডের পর দেশের অন্যতম রাজ্য হিসেবে এই আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেবে। যদিও রাজ্য সরকার আগেই জানিয়েছে, জনজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার ও প্রথাগত রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত রাখা হবে।হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, নির্বাচনের সময় মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগামী দিনে উন্নয়ন, পরিকাঠামো সম্প্রসারণ, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং আইন-শৃঙ্খলা আরও শক্তিশালী করার দিকেই জোর দেবে সরকার।

জ্বালানি সাশ্রয়ে বড় সিদ্ধান্ত উত্তরাখণ্ডে, মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি গাড়িবহর অর্ধেক করলেন ধামি, প্রশাসনকে ওয়ার্ক ফ্রম হোমের নির্দেশ

দেহরাদুন, ১৩ মে : জ্বালানি ও সম্পদ সংরক্ষণে একাধিক বড় পদক্ষেপ ঘোষণা করল উত্তরাখণ্ড সরকার। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জানালেন, তাঁর সরকারি গাড়িবহর ৫০ শতাংশ কমানো হচ্ছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র শক্তি সংরক্ষণের আহ্বানকে "জাতীয় স্বার্থে অঙ্গীকার" বলে উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে ধামি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান শুধু শক্তি সাশ্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আত্মনির্ভর, দায়িত্বশীল ও সক্ষম ভারত গড়ার এক সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি। তিনি বলেন, জাতীয় স্বার্থ যখন সর্বাগ্রে, তখন প্রত্যেক নাগরিক ও জনপ্রতিনিধির কর্তব্য নিজেদের স্তর থেকে সম্পদ সংরক্ষণে ভূমিকা নেওয়া।

তিনি মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকদের অপ্রয়োজনীয় যানবাহন ব্যবহার এড়ানোর পাশাপাশি গণপরিবহন ব্যবহারের আহ্বান জানান। শক্তি সংরক্ষণকে গণআন্দোলনে পরিণত করারও ডাক দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা-পরবর্তী পরিস্থিতি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাত আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থার উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে জ্বালানি, খাদ্যপণ্য ও সারের দাম বেড়েছে এবং ভারতের আমদানি নির্ভরতা ও আর্থিক চাপও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের গাড়িবহর অর্ধেক করা। সপ্তাহে একদিন "নো ভেহিকল ডে" পালন করা হবে, যেদিন সরকারি কর্মীরা 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' পদ্ধতিতে কাজ করবেন। সাধারণ মানুষকেও স্বেচ্ছায় সপ্তাহে একদিন যানবাহন ব্যবহার না করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সরকারি দফতরগুলিতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক বাড়ানো হবে এবং বেসরকারি ক্ষেত্রেও সম্ভব হলে ওয়ার্ক ফ্রম হোম ব্যবস্থা চালুর উৎসাহ দেওয়া হবে।

উত্তরাখন্ড সরকার পরিবহণ দফতরকে গণপরিবহনের বাস পরিষেবা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। সরকারি কর্মীদের গণপরিবহন ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে। একাধিক দফতরের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের দিনে একটি মাত্র গাড়ি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে।

পরিষ্কার জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে নতুন বৈদ্যুতিক যানবাহন নীতি আনার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন কেনা সরকারি গাড়ির অন্তত ৫০ শতাংশ বাধ্যতামূলকভাবে বৈদ্যুতিক হতে হবে। পাশাপাশি ইভি চার্জিং স্টেশন ও সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো দ্রুত সম্প্রসারণ করা হবে।

সরকারি আধিকারিকদের বিদেশ সফরে নিয়ন্ত্রণ আরোপের পাশাপাশি "ভিজিট মাই স্টেট" প্রচারের মাধ্যমে দেশীয় পর্যটনকে উৎসাহ দেওয়া হবে। উত্তরাখণ্ডের ঐতিহ্য, ধর্মীয়, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ ও ইকো-ট্যুরিজম সার্কিটগুলিকে বিশেষভাবে প্রচার করা হবে।

ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের জন্য সিঙ্গল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স চালু করা হবে এবং প্রবাসী ভারতীয়দের উত্তরাখণ্ডে ছুটি কাটাতে উৎসাহ দেওয়া হবে। "মেরা ভারত, মেরা যোগদান" অভিযানের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং "মেড ইন স্টেট" উদ্যোগে স্থানীয় পণ্যের প্রচারও করা হবে। সরকারি ক্রয়ে "মেক ইন ইন্ডিয়া" নীতির কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছে সরকার।

সম্পদ সংরক্ষণের অংশ হিসেবে নাগরিকদের এক বছরের জন্য সোনা কেনা সীমিত রাখারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে কম তেলযুক্ত খাবার ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে জোর দিয়ে সচেতনতা অভিযান চালানো হবে। স্কুল, হাসপাতাল ও সরকারি ক্যান্টিনে তেলের ব্যবহার পর্যালোচনা করা হবে এবং হোটেল, ধাবা ও রাস্তার খাবারের দোকানগুলিকে কম তেলের রান্না উৎসাহিত করা হবে।

টেকসই কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষকদের প্রাকৃতিক চাষ, জিরো বাজেট ফার্মিং এবং জৈব উপকরণের ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সার ব্যবহারে ভারসাম্য ও মাটির স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সচেতনতা বাড়ানো হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শান্তিরবাজার রেলস্টেশন কাণ্ডে অভিযোগ প্রত্যাহার অটো মজদুর সংঘের, স্বাভাবিক হচ্ছে অটো চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: শান্তিরবাজার রেলস্টেশনে অটোচালকদের উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা অভিযোগ শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নিল দক্ষিণ ত্রিপুরা অটোরিক্সা মজদুর সংঘ। দুই পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হওয়ায় অটো চলাচল স্বাভাবিক রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে সংঘের পক্ষ থেকে। ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শান্তিরবাজার রেলস্টেশন এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতিকারীর হাতে আক্রান্ত হন কয়েকজন অটোচালক। ঘটনার পর বুধবার দক্ষিণ ত্রিপুরা অটোরিক্সা মজদুর সংঘের উদ্যোগে শান্তিরবাজার থানায় অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের কাছে সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়। পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য অটো চলাচল বন্ধ রাখা হবে।

অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত পদক্ষেপ নেয় শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই সমীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে অভিযুক্তকে এক ঘণ্টার মধ্যেই আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

পরবর্তীতে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা হওয়ায় দায়ের করা অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন অটো মজদুর সংঘের সদস্যরা।

বুধবার শান্তিরবাজারের গার্ধাং অটোস্ট্যান্ডে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে পুরো ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হয়। সংঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং অন্যান্য দিনের মতো অটো চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। পাশাপাশি দুই পক্ষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বজায় রেখে ভবিষ্যতে একসঙ্গে কাজ করবেন বলেও জানানো হয়।

২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার মামলাগুলি পুনরায় খোলার নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকারের

কলকাতা, ১৩ মে : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক হিংসার মামলাগুলি পুনরায় খোলার নির্দেশ জারি করেছে। বুধবার এক শীর্ষ সরকারি আধিকারিক জানান, একইসঙ্গে বেআইনি গরু পাচার রোধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ভোট-পরবর্তী মামলাগুলির তদন্ত নিয়ে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন-সংক্রান্ত রাজনৈতিক হিংসার পুরনো মামলাগুলি পুনর্বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নির্দেশিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় জমা পড়া ফাইনাল রিপোর্টগুলি (এফআরটি) সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করতে হবে এবং যেখানে প্রয়োজন, সেখানে নতুন করে ব্যবস্থা নিতে হবে। তদন্তে কোনও গাফিলতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট মামলা পুনরায় খুলে বিস্তারিত তদন্ত চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছে, যেসব ঘটনায় নির্দিষ্ট মামলা দায়ের হয়নি অথচ প্রাথমিক তদন্তে শাস্তিযোগ্য অপরাধের প্রমাণ মিলেছে, সেখানে নতুন মামলা দায়ের করা যেতে পারে।

জেলা পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের ব্যক্তিগতভাবে গোটা প্রক্রিয়ার তদারকি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চার্জশিট জমা দেওয়ার পর মামলার বিচারপ্রক্রিয়াও নিয়মিত পর্যবেক্ষণের আওতায় রাখতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাপক রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ উঠেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলেও, বিজেপি ৭৭টি আসন জিতে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে আসে। ২০১৬ সালে মাত্র ৩টি আসন পাওয়া বিজেপি পাঁচ বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তি বাড়ায়।

এরপর বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা, খুন, ধর্ষণ, ভাঙচুর ও নির্যাতনের একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। বিশেষ করে বিজেপি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের উপর আক্রমণের অভিযোগে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

এই সমস্ত ঘটনার জেরে বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টে পৌঁছায়। গুরুতর খুন ও ধর্ষণের মামলায় আদালত সিবিআই-কে তদন্তের নির্দেশ দেয়। যদিও এখনও বহু মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং আক্রান্তরা ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর এই মামলাগুলি পুনরায় খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

নিট কেলেঙ্কারি ইস্যুতে ১৬ মে রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের ডাক মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের

ভোপাল, ১৩ মে : নিট পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে আগামী ১৬ মে মধ্যপ্রদেশ জুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা করলেন মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটওয়ারি।

বুধবার ভোপালে প্রদেশ কংগ্রেস দফতরে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, দেশে বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষায় দুর্নীতির ঘটনা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

জিতু পাটওয়ারির অভিযোগ, কেন্দ্র ও বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারগুলি প্রায় ২৪ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, নিট বিতর্ক শুধুমাত্র একটি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নয়, এটি দেশের "ভবিষ্যৎ ও আত্মার" সঙ্গে জড়িত।

তিনি বলেন, প্রায় ২৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী নিট পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। কিন্তু আবারও প্রশ্নপত্র ফাঁস ও কারচুপির অভিযোগ তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং পরিবারের স্বপ্নকে ধ্বংস করে দিল।

কংগ্রেস নেতা দাবি করেন, জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে বারবার অনিয়মের ঘটনা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের আস্থা নষ্ট করছে। তিনি মধ্যপ্রদেশের বহুল আলোচিত 'ব্যাপম কেলেঙ্কারি'-র প্রসঙ্গ টেনে বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনাগুলি একটি গভীর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

পাটওয়ারির বক্তব্য, অভিভাবকেরা বছরের পর বছর সন্তানদের প্রস্তুতির জন্য ঋণ নেন, জমি বিক্রি করেন এবং কোটা-সহ বিভিন্ন শহরে কোচিংয়ে পাঠান। কিন্তু একটি প্রশ্নপত্র ফাঁস মুহূর্তের মধ্যে বহু বছরের ত্যাগ নষ্ট করে দেয়।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, এই ধরনের কেলেঙ্কারিতে শুধুমাত্র নিচুতলার কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, অথচ রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকা ব্যক্তিরা পার পেয়ে যান। তাঁর দাবি, একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্রিক দুর্নীতির তদন্তে রাজনৈতিক মদতে পরিচালিত সংগঠিত চক্রের অস্তিত্ব সামনে এসেছে।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিট ইস্যুতে ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি তুলে ধরতেই রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে। পাশাপাশি ১৬ মে যুব, কর্মসংস্থান ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত প্রচারাভিযান নিয়েও আরেকটি সাংবাদিক বৈঠক করবে দল।

জিতু পাটওয়ারি বলেন, ছাত্রছাত্রীরা ধীরে ধীরে পরীক্ষাব্যবস্থার উপর বিশ্বাস হারাচ্ছে। যদি ২৪ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত না থাকে, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎও সুরক্ষিত নয়।

বিলোনিয়ায় নতুন ভবনে স্থানান্তরিত দক্ষিণ জেলা পরিষদের কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ মে:দক্ষিণ জেলা পরিষদের কার্যালয় নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে জেলার উত্তর সাড়াসীমা পঞ্চায়েতের বিবেকানন্দ কলোনীস্থিত ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারের অফিস কমপ্লেক্সে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়।

এদিন দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মোহম্মদ সাজাদ পি ফিতা কেটে জেলা পরিষদের নতুন কার্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সহকারী সভাধিপতি তপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং কার্যালয়ের কর্মীরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত জানান, এতদিন জেলা পরিষদের কার্যালয় জেলাশাসকের কার্যালয়ের পেছনের অংশে একটি ছোট পরিসরে পরিচালিত হতো। দীর্ঘদিন ধরে স্থান সংকুলানের সমস্যার কারণে কাজকর্ম পরিচালনায় নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল।

তিনি বলেন, বিবেকানন্দ কলোনীস্থিত ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারে একাধিক কক্ষ খালি থাকায় তার একটি অংশে জেলা পরিষদের কার্যালয় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলে এখন থেকে আরও পরিসর ও উন্নত পরিবেশে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

নতুন ভবনটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিক পরিকাঠামোসমৃদ্ধ বলেও উল্লেখ করেন তিনি। বর্তমানে একই ছাদের তলায় জেলা পরিষদের কার্যালয়, ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টার এবং ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলে জানান সভাধিপতি।

তিনি দক্ষিণ জেলার সাধারণ নাগরিকদের নতুন কার্যালয়ে এসে পরিষেবা গ্রহণের আহ্বান জানান।

২৩ দিন ধরে জিবি হাসপাতালের মর্গে পড়ে আব্দুল আউয়াল মিয়ার দেহ, ওয়ারিশের খোঁজে পুলিশের আবেদন

বিশালগড়, ১৩ মে: একটি হৃদয়বিদারক ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্যে। গত ২৩ দিন ধরে আগরতলা জিবি হাসপাতালের মর্গে পড়ে রয়েছে আব্দুল আউয়াল মিয়ার দেহ। অন্যদিকে, বিশ্রামগঞ্জ গ্রামীণ ব্যাংক শাখায় পড়ে রয়েছে তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয়প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা। অথচ এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও আত্মীয়স্বজন বা ওয়ারিশদারের সন্ধান মেলেনি।

জানা গিয়েছে, আব্দুল আউয়াল মিয়া ১৯৮৩ সালে বিশ্রামগঞ্জ গ্রামীণ ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। ব্যাংক সূত্রে খবর, ওই অ্যাকাউন্ট থেকে শেষবার ২০১৫ সালে ১০ হাজার টাকা তোলা হয়েছিল। এরপর আর কোনও ধরনের লেনদেন হয়নি।

বুধবার দুপুরে বিষয়টি বিশ্রামগঞ্জ থানার নজরে আসার পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তের দায়িত্বে থাকা সাব-ইন্সপেক্টর শান্তি বাও ত্রিপুরা সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন, যাতে মৃত ব্যক্তির পরিচয় ও তাঁর সম্ভাব্য আত্মীয়দের খোঁজ পাওয়া যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ব্যাংকের নথিতে ঠিকানা হিসেবে শুধুমাত্র "বিশ্রামগঞ্জ" উল্লেখ রয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে আব্দুল আউয়াল মিয়া আগরতলার বিটার বন মসজিদ এলাকায় বসবাস শুরু করেন। সেখানেই গত ২০ এপ্রিল ২০২৬ তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর এতদিন পরেও কোনও আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি সামনে না আসায় এখনও পর্যন্ত তাঁর দেহ জিবি হাসপাতালের মর্গেই পড়ে রয়েছে। ঘটনাটি মানবিক দিক থেকে গভীর উদ্বেগ ও আবেগের সৃষ্টি করেছে।

বিশালগড়ের রাউৎখলায় প্রকাশ্যে মাদক বিক্রির অভিযোগে চাঞ্চল্য, আতঙ্কে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ মে: বিশালগড়ের রাউৎখলা বাইপাস এলাকায় প্রকাশ্যে মাদকদ্রব্য বিক্রির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় কোটা, র্যাগ ইনজেকশন, নেশাজাতীয় ট্যাবলেট সহ বিভিন্ন ধরনের মাদক সামগ্রী প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, এলাকায় এমন এক ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে যে অনেকেই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার বারবার "নেশামুক্ত ত্রিপুরা" গড়ার লক্ষ্যে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানিয়ে আসছে। কিন্তু বিশালগড় এলাকায় একের পর এক আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত অভিযোগ সামনে আসায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, অতীতেও এলাকায় পুলিশের গাড়ি ছিনতাই, চুরি এবং প্রকাশ্যে দুষ্কৃতী কার্যকলাপের মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এবার প্রকাশ্যে মাদক বিক্রির অভিযোগ সামনে আসায় নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকায়।

এদিকে, কয়েকজন পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধেও অবৈধ কারবারে মদতের অভিযোগ উঠেছে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হোক।

ধর্মনগরে প্রস্তাবিত স্যাটেলাইট টাউন প্রকল্পের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখলেন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ মে: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার টঙ্গিবাড়ি—কামেশ্বর মৌজা এলাকায় প্রস্তাবিত স্যাটেলাইট টাউন স্থাপনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বুধবার পরিদর্শনে যান উত্তর জেলার জেলাশাসক ও কালেক্টর চান্দনী চন্দ্রান।

তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাগবাসা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদবলাল নাথ, টিইউডিএ-র ডিরেক্টর, ধর্মনগরের এসডিএম দেবযানী চৌধুরী সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

এদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জমি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ নগর উন্নয়নের সম্ভাবনা সরেজমিনে পর্যালোচনা করা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলে একটি পরিকল্পিত স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে।

পরিদর্শনকালে আধিকারিকরা স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে ধর্মনগর মহকুমার সামগ্রিক নগর উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং এলাকার পরিকাঠামো ও নাগরিক পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে।

দুষ্কৃতীদের হামলার অভিযোগে শান্তিরবাজার থানায় স্মারকলিপি অটোচালকদের, দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি

শান্তিরবাজার, ১৩ মে: শান্তিরবাজার রেলস্টেশন এলাকায় অটোচালকদের উপর দুষ্কৃতীদের হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বুধবার শান্তিরবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা অটো মজদুর সংঘের সদস্যরা।

সংঘের অভিযোগ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শান্তিরবাজার রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী লুলু ত্রিপুরা নামে এক যুবক রেলস্ট্যান্ডে যাতায়াতকারী কয়েকজন অটোচালকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে তাঁদের শারীরিকভাবে আক্রান্ত করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে।

খোয়াই জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ন্যাশনাল হেলথ রিসোর্স সেন্টারের প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৩ মে: ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ ন্যাশনাল হেলথ রিসোর্স সেন্টারের পাবলিক হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের একটি প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে গত ১২ মে খোয়াই জেলার একাধিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

প্রতিনিধি দল খোয়াই জেলা হাসপাতাল, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল এবং কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পাবলিক হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডাঃ দীপালি কৌশিক এবং কান্নান পি।

পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দল সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং হাসপাতালগুলিতে প্রদত্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা, অবকাঠামোগত সুবিধা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, রোগী পরিষেবা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা ও গুণগত মান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করেন।

এসময় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মাইক্রোবায়োলজিস্ট কৌশিকী সাহা, খোয়াই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার শুভদীপ লোধ এবং আশা প্রোগ্রাম ম্যানেজার পিঙ্কি পোদ্দার। তাঁরা প্রতিনিধি দলকে জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়িত জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ, রোগী কল্যাণমূলক প্রকল্প, স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ এবং চলমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন।

প্রতিনিধি দল বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখে স্বাস্থ্য পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেন এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আরও কার্যকর বাস্তবায়ন, পরিষেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, রোগীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একাধিক পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও গতিশীল, আধুনিক ও জনমুখী করে তুলতে সমন্বিত উদ্যোগের উপর গুরুত্বারোপ করেন। স্বাস্থ্য অবকাঠামোর উন্নয়ন, পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বানও জানান তাঁরা।

এই পরিদর্শনের মাধ্যমে খোয়াই জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা, পরিষেবা প্রদানের সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।

সঠিক চিকিৎসায় দীর্ঘদিনের সমস্যায় ভুগতে থাকা ছয় জন রোগী সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলেই সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন অসংখ্য রোগী। হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে গত ১২ মে ছয় জন রোগীকে সফলভাবে বোটক্স থেরাপি প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ করে তোলা হয়। বোটক্স থেরাপির মাধ্যমে রোগীর পেশীর অতিরিক্ত টান কমানো, চলাচলের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দৈনন্দিন জীবনে কাজকর্ম করা সম্ভব হচ্ছে।

বোটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশন (বোটক্স) প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠেছে যথাক্রমে ২১ বছর, ২৩ বছর, ২৪ বছর, ২৬ বছর, ৩০ বছর এবং ৫১ বছর বয়সী ছয় জন রোগী। এদের মধ্যে তিনজন রোগী সার্ভিকাল ডাইস্টোনিয়া এবং মাইগ্রেন সমস্যায় ভুগছিলেন। অপর তিনজন পোস্ট স্ট্রোক স্পেসিসিটি রোগে আক্রান্ত হয়ে হাত-পা শক্ত হয়ে গিয়ে নড়া-চড়া করতে অসুবিধা সহ স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করতে পারতো না। বোটক্স ইনজেকশন এর মাধ্যমে পেশির অতিরিক্ত টান ধীরে ধীরে কমে। ফলে রোগী চলাফেরা করতে পারে। ফিজিওথেরাপি করে রোগীদের ক্রমাগত উন্নতি ঘটে। প্রথম তিন জন রোগী সার্ভিকাল ডাইস্টোনিয়া এবং মাইগ্রেন সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন, মাথা ব্যাথার ওষুধেও তাদের কোন উপকার হচ্ছিল না, তাই তাদের বোটক্স ইনজেকশন দেওয়া হয়।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের ডাঃ আবীর লাল নাথ (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ও ইনচার্জ নিউরোলজি ডিপার্টমেন্ট), ডাঃ অর্পণ মিত্র (নিউরোলজিস্ট), ডাঃ সুপ্রিয়া জমাতিয়া (নিউরোলজিস্ট) এর নেতৃত্বে রোগীদের এই বোটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশন (বোটক্স) প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, বেসরকারি হাসপাতালে এই চিকিৎসার জন্য প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ হতো। কিন্তু আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে সুপার স্পেশালিটি ব্লকে এই চিকিৎসা পরিষেবা বিপিএল কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে।

এস আই আর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ, বৈধ ভোটারের নাম বাদ না দেওয়ার দাবি আমরা বাঙালীর

আগরতলা, ১৩ মে : ত্রিপুরাজুড়ে চলমান এস আই আর (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) প্রক্রিয়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল আমরা বাঙালী। আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দলটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, এস আই আরের নামে যেন কোনও বৈধ নাগরিক তথা ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে, তা নির্বাচন কমিশনকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্বাচন কমিশনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে চলতি মে মাস থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে এস আই আরের কাজ শুরু হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের আগে এস আই আরকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত কাজের চাপ ও অমানবিক আচরণের অভিযোগ ওঠে। এমনকি কয়েকজন বি এল ও-র আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে বলে দাবি করা হয়েছে।

দলের অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেই বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও তড়িঘড়ি কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে সাধারণ ভুলের কারণে বহু বৈধ ভারতীয় নাগরিকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এর ফলে ত্রিপুরার নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র ভোটাধিকার হারানোর প্রশ্ন নয়, বরং ভবিষ্যতে "বেনাগরিক" বা "অনুপ্রবেশকারী" হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি করছে। অসমের এনআরসি প্রসঙ্গ টেনে দলটি দাবি করে, একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে বহু মানুষকে হয় ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হতে পারে, নয়তো পুশব্যাকের মুখে পড়তে হতে পারে বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে আশঙ্কা বাড়ছে। ত্রিপুরার জনবিন্যাস ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে দলটি জানায়, যদি এস আই আর প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের জাতিগত বৈষম্য করা হয়, তবে তা রাজ্যের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী বাঙালি সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে বিধানসভা ও লোকসভায় আসন সংরক্ষণ, চাকরি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও বঞ্চনার আশঙ্কা রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

'আমরা বাঙালীর তরফ পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছে, ত্রিপুরার একজন বৈধ ভোটারের নামও যেন এস আই আরের কারণে বাদ না যায়। পাশাপাশি সতর্ক করে বলা হয়েছে, যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়, তবে রাজ্যবাসীকে সঙ্গে নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নামবে দলটি। নাগরিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে সকলের সহযোগিতাও কামনা করা হয়েছে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 14-05-2026, 01:23

াঙ্গন

অনূর্ধ-২০ জাতীয় ফুটবল : হিমাচলের পর ত্রিপুরার নজরে আজ দিল্লি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা: জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা বজায় রাখতে আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে শক্তিশালী দিল্লির মুখোমুখি হচ্ছে বিটুরা। জয়ের এই ধারা অব্যাহত রেখে গ্রুপ লিগের শীর্ষস্থান ধরে রাখাই এখন ত্রিপুরার প্রধান লক্ষ্য। দিল্লির বিরুদ্ধে জয় পেলে মূল পর্বের পথ অনেকটাই প্রশস্ত হবে ত্রিপুরার ছেলেদের জন্য। এরপর ১৬ মে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে সিকিমের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ত্রিপুরা। আপাতত মিশন দিল্লির জন্য রণকৌশল সাজাতে ব্যস্ত কোচ ও ফুটবলাররা।ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ-২০ পুরুষ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত জয় দিয়ে অভিযান শুরু করলো ত্রিপুরা। সোমবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে হিমাচল প্রদেশকে ৩-০ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করলো বিটু জমাতিয়ার নেতৃত্বাধীন রাজ্য দল। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে থাকা ত্রিপুরার ফুটবলাররা হিমাচলের রক্ষণভাগকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। খেলার ৩৪ মিনিটে আরমা জমাতিয়া চমৎকার এক গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধের ১-০ লিড নিয়ে বিরতিতে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধেও পূর্ণ আধিপত্য বজায় রাখে সুশান্ত দেববর্মনের ছাত্ররা। ৫০ মিনিটে কিষাণ জমাতিয়া নিখুঁত ফিনিশিংয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। ম্যাচের একদম অন্তিম লগ্নে অর্থাৎ ৯০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি নিশ্চিত করেন আরমা। গোলরক্ষক সৌরভ ত্রিপুরা ও রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে ফেরার কোনো সুযোগই পায়নি।এই জয়ের ফলে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট পকেটে পুরে গ্রুপ-ডি'র পয়েন্ট তালিকায় সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গেল ত্রিপুরা। দলের এই দাপুটে পারফরম্যান্সে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের মধ্যে খুশির হাওয়া লক্ষ্য করা গেছে। ফুটবল মহলের মতে, প্রথম ম্যাচের এই জয় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্বে যাওয়ার লক্ষ্যে ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল। গোলরক্ষক থেকে শুরু করে স্ট্রাইকারপ্রত্যেক বিভাগেই দলের সমন্বয় ছিল চোখে পড়ার মতো।

অর্কজিতের অপরাজিত সেঞ্চুরি সত্ত্বেও বিসিসিকে হারিয়ে কসমোপলিটন সেমিতে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে কসমোপলিটন ক্লাব। এই জয়ের সুবাদে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করলো কসমোপলিটন। বুধবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবকে ডিএলএস পদ্ধতিতে ৬ রানে পরাজিত করে তারা। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৩১ রানের বড় স্কোর সংগ্রহ করে, যেখানে ওপেনার অর্কজিৎ সাহা ১২৪ বলে ১০০ রানের এক অনবদ্য শতরান করে অপরাজিত থাকেন। এছাড়া সিদ্ধার্থ দেবনাথ ও অধিনায়ক তনয় মন্ডল উভয়ই ব্যক্তিগত ৪০ রান করে দলের ইনিংসে বড় ভূমিকা রাখেন। কসমোপলিটন ক্লাবের পক্ষে অমরেশ দাস ৩২ রানে ২ উইকেট এবং অধিনায়ক শঙ্কর পাল ও দানবীর সিং ১টি করে উইকেট নেন। পরবর্তীতে বৃষ্টির কারণে খেলা বিঘ্নিত হলে ডিএলএস পদ্ধতিতে কসমোপলিটন ক্লাবের সামনে ১৯ ওভারে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় ৮৯ রান। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কসমোপলিটান ক্লাব ১৯ ওভার শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ৯৪ রান সংগ্রহ করে এবং ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে ৬ রানে জয়ী ঘোষিত হয়। দলের হয়ে লক্ষ্য কুমার ৩৯ রানে অপরাজিত থাকেন এবং অধিনায়ক শঙ্কর পাল ২৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষে তনয় মন্ডল, সাগর সূত্রধর ও সিদ্ধার্থ দেবনাথ ১টি করে উইকেট দখল করেন। পরাজিত দলের হলেও দুর্দান্ত শতরানের জন্য বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের অর্কজিৎ সাহাকে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এই জয়ের ফলে আগামী ১৫ মে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের মুখোমুখি হবে কসমোপলিটন ক্লাব।

বিশ্ব মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্সে পদক জয়ীদের সংবর্ধনা জানালেন সচিব পি. কে. চক্রবর্তী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজধানীর আগরতলার সচিবালয় ভবনে আজ এক বিশেষ সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে থাইল্যান্ডের সি রাচায় অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল মাস্টার্স স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬'-এ অভাবনীয় সাফল্য অর্জনকারী ত্রিপুরার তিন কৃতি অ্যাথলিটকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের সচিব পি. কে. চক্রবর্তী (আইএএস)। সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত এই সংবর্ধনা পর্বে তিনি পদকজয়ী অ্যাথলিট আশীষ কর, প্রিয় লাল সাহা এবং নারায়ণ ঘোষকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁদের সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিদেশের মাটিতে ত্রিপুরার গৌরব বৃদ্ধি করায় সচিব অ্যাথলিটদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের এই সাফল্য রাজ্যের আগামী দিনের তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য বড় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সংবর্ধনা শেষে সচিব মহোদয় তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে আশীর্বাদ প্রদান করেন। আন্তর্জাতিক স্তরে এই পদক জয়ের ফলে রাজ্যের ক্রীড়া মহলে খুশির হাওয়া বইছে এবং সচিবের এই উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ খেলোয়াড়দের মনোবল আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে মনে করা হচ্ছে। অ্যাথলিটরাও সচিবের আন্তরিক সংবর্ধনায় আপ্লুত হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

টিভিতে বিশ্বকাপ দেখানো হবে না কেন?

বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি মাত্র ৩০ দিন। কিন্তু ভারতে কোন চ্যানেল বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মেগা টুর্নামেন্ট সম্প্রচার হবে তা এখনও অজানা। ফুটবলপ্রেমীদের অনেকের মনেই প্রশ্ন, বিশ্বকাপ কি আদৌ দেখা যাবে? তাঁদের জন সুখবর দিল দিল্লি হাই কোর্ট। মঙ্গলবার উচ্চ আদালতের তরফ থেকে নোটিস দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র এবং প্রসার ভারতীকে। দিল্লি হাই কোর্টের নির্দেশ, দূরদর্শন এবং ডিডি স্পোর্টসে ফুটবল বিশ্বকাপ সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভারতবর্ষে ফুটবলপ্রেমীর অভাব নেই। দেশ র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকলেও ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স-স্পেনের ম্যাচ দেখার দর্শক প্রচুর পরিমাণে আছেন। ২০২৬ ও ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল দেখানোর জন্য ভারতে সম্প্রচারের স্বত্ব বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করেছিল ফিফা। প্রথমে এই স্বত্বের দাম রাখা হয় প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯৩০ কোটি টাকা। কিন্তু কোনও সংস্থা ম্যাচ দেখানোর আগ্রহ দেখায়নি। বাধ্য হয়ে ফিফা সম্প্রচার স্বত্ব নামিয়ে আনে ৩৫ মিলিয়ন ডলারে। কিন্তু অবস্থা বদলায়নি।

তাই এখনও ঠিক হয়নি বিশ্বকাপের ম্যাচ কোথায় দেখা যাবে। ১১ জুন থেকে শুরু বিশ্বকাপ। কিন্তু কেন এই দুরবস্থা? আসলে আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকোয় আয়োজিত বিশ্বকাপের অধিকাংশ ম্যাচ ভারতীয় সময় গভীর রাতে। মূলত রাত সাড়ে বারোটা, দেড়টা, সাড়ে তিনটে, ভোর সাড়ে চারটে কিংবা সকাল সাড়ে ছটায়। সেই সময় কি বিপুল পরিমাণ দর্শক খেলা দেখবেন? সংশয়ে চ্যানেল সংস্থাগুলো। সম্ভবত সে কারণেই উৎসাহ হারাচ্ছে টেলিভিশন সংস্থা বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো।

এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ দেখার আবেদন জানিয়ে দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন কয়েকজন ফুটবলপ্রেমী। তাঁদের আবেদন, ফিফা বিশ্বকাপকে ইতিমধ্যেই জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন টুর্নামেন্ট হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। এই টুর্নামেন্ট যদি দূরদর্শনের মতো চ্যানেলগুলিতে সম্প্রচার করা না হয় তাহলে সেটা সংবিধানের কিছু অংশ লঙ্ঘন করবে। যেহেতু প্রসার ভারতীর কাছে বিশ্বকাপ সম্প্রচারের যাবতীয় পরিকাঠামো রয়েছে, তাই দেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন বিশ্বকাপ সম্প্রচার করা উচিত-এমনটাই দাবি ছিল আবেদনকারীদের। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েছে দিল্লি হাই কোর্ট। কিন্তু যাদের বাড়িতে টিভি নেই, সেই ফুটবলপ্রেমীদের জন্য সমস্যা এখনও মেটেনি।

'বাংলাদেশের মানুষ ভালোবাসে',

বিশ্বকাপে ভারতে খেলতে আসেনি বাংলাদেশ। সরকার বদলের পর সেই নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। এবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড প্রধান তামিম ইকবালও সেই নিয়ে মুখ খুললেন। তাঁর সাফ কথা, আইসিসি সুর নরম করেছিল। কিন্তু তৎকালীন বোর্ড কর্তারা বিশ্বকাপ বয়কট করে ঠিক করেননি। এখন দু'দেশের সম্পর্ক নিয়েও কথা বলেছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার। তাঁর দাবি, পদ্মাপারে ভারতীয় ক্রিকেট দলের নিরাপত্তাজনিত কোনও সমস্যা হবে না।তামিম বলছেন, "টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ঘটনার সময় আমিই প্রথম সেই ব্যাপারে মুখ খুলেছিলাম। আগের বোর্ড ঠিকভাবে বিষয়টা সামলায়নি। আইসিসি সুর নরম করেছিল, সমাধান খুঁজে বের করা যেত। আমরা কোনও আলোচনা ছাড়াই একটি বিশ্বকাপ ছেড়ে দিলাম। সেই দলে হয়তো এমন খেলোয়াড় ছিল, যারা আর কখনও বিশ্বকাপ খেলতে পারবে না। বিষয়টি আমি মেনে নিতে পারিনি।" এই নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছে তারেক সরকার।বিশ্বকাপ অতীত। যে ক্ষতি হয়েছে, তার ধাক্কা সামলে প্রত্যাবর্তনের রাস্তায় আছে বাংলাদেশ। সেখানে দরকার ভারতকে। এদিকে দু'বার বাংলাদেশ সফর পিছিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই। পদ্মাপারে ভারতবিদ্বেষী হাওয়ায় নিরাপত্তা একটা বড় সমস্যা।

তপন মেমোরিয়াল ক্রিকেট : হার্ভেকে নকআউট করে স্ফুলিঙ্গ সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে হার্ভে ক্লাবকে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করল স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই ম্যাচটি বুধবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সকালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে হার্ভে ক্লাব নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৯৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শুভম ঘোষ ৭৯ রানের একটি দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন, এছাড়া স্বরাব সাহানি ৩২ এবং বিশাল দেববর্মা ২৬ রান করেন। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের হয়ে বৈভব পাল ও কৌশিক গিরি ২টি করে এবং সৌরভ দাস ১টি উইকেট লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে বৃষ্টিতে ম্যাচে বিঘ্ন ঘটায় ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে ৩০ ওভার করা হয় এবং ভিজেডি পদ্ধতিতে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১২০ রানের। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ২২.২ ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে পল্লব দাস ৩২, জয়দীপ বণিক ২৭ এবং শচীন শর্মা ২১ রান করেন। হার্ভে ক্লাবের হয়ে শুভম ঘোষ ২টি ও স্বরাব সাহানি ১টি উইকেট পান। দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্সের জন্য কৌশিক গিরিকে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আগামী ১৫ মে প্রথম সেমিফাইনালে ব্লাড মাউথ ক্লাবের মুখোমুখি হবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব।

উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের বিশেষ পুরস্কার প্রদান ১৭ মে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উমাকান্ত কোচিং সেন্টার এবারও হরি শর্মা স্মৃতি বর্ষসেরা ফুটবলার পুরস্কার প্রদান করবে। আগামী ১৭ মে, রবিবার, উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের সামনে বিকেল সাড়ে চারটায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হরি শর্মা স্মৃতি বর্ষসেরা ফুটবলার পুরস্কার প্রদান করা হবে। এবার এই পুরস্কার পাচ্ছেন বিবেকানন্দ ক্লাবের তরুণ ফুটবলার সোহেল মিয়া। তিনি টিএফএ পরিচালিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে অংশগ্রহণ করেন। একই মঞ্চে রাজ্যের প্রাক্তন ফুটবলার হিসেবে নির্মল বরণ চক্রবর্তী এবং ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে দিলীপ চক্রবতীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। এই পুরস্কারের মধ্য দিয়ে রাজ্য ফুটবলে তাঁদের অসামান্য অবদানের কথা উমাকান্ত কোচিং সেন্টার আবারও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে যাচ্ছে। পূর্বতন এক ঘোষণা অনুযায়ী এই অনুষ্ঠানটি ৩রা মে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু প্রাকৃতিক পরিস্থিতির কারণে তা স্থগিত রাখা হয়েছিল। নতুন ঘোষণা অনুযায়ী এই অনুষ্ঠান আগামী ১৭ মে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের সম্পাদক দীপঙ্কর দাশ এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতি কামনা করেছেন।

P'NIeT No.:- 29/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated:-08/05/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized service dealer/channel partners or OEM authorized service providers, duly authorized to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service center at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIT No :	90s 21/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Name of Work :	Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) and day to day operation 1 (one) shift of the HITACHI make 220 HP capacity VRF AC system (IDUS & ODUS along with associated equipment's) installed at Agartala Government Dental College, Agartala, West Tripura for a period of 01 (One) year
Estimated Cost :	Rs. 8,80,440.00
Time of Completion :	365 Days
Bid Fee :	Rs. 1,000
Earnest Money :	Rs. 17,609.00
Last date and time of Submission of Bid :	19/05/2026, 15:00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in juurder

ICA/C-386/26

Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 02/EE-IED/AMB/2026-27 Date : 12/05/2026

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender(s). The details are given below:

Sl No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Deadline for Online Bidding	Date of Opening
1	ACE/PU/PWD/B/E/DNIT/03/26-27	39,12,756.00	78,255.00	Upto 18/05/2026 Upto 17.00 Hrs	On 19/05/2026 At 10.00 Hrs
2	02/EE-IED/AMB/2025-26	19,36,269.00	38,725.00		
3	03/EE-IED/AMB/2025-26	8,65,164.00	17,303.00		
4	04/EE-IED/AMB/2025-26	1,78,340.00	3,567.00		
5	05/EE-IED/AMB/2025-26	21,83,617.00	43,672.00		
6	06/EE-IED/AMB/2025-26	10,62,466.00	21,249.00		

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/

For and on behalf of of Tripura.

ICA/C-392/26

(Er. Sujit Das)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA

Dated, the 13th May, 2026

NOTIFICATION

Reference: - Advertisement vide No. 21/2025 dated 01.07.2025

This is for information of all concerned that the results of the Written Examination for recruitment to the post of Agriculture Officer, TAFS Gr-I, Group-B Gazetted under the Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Govt. of Tripura held on 11.01.2026 has been uploaded in www.tpsc.tripura.gov.in and the Interview/ Personality Test of the provisionally qualified candidates scheduled to be held on and from 1st July, 2026.

For further details please visit www.tpsc.tripura.gov.in.

The Commission shall not be responsible for printing error by the published media, if there be any.

(S MOG, IAS)
SECRETARY, TPSC

মোহনবাগানের প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ টুটু বসু প্রয়াত! হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন সোমবার

প্রয়াত স্বপন সাধন বসু, যাঁর পরিচিতি টুটু বসু নামে। মঙ্গলবার গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।সোমবার সন্ধ্যায় হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন বর্ষীয়ান ক্রীড়া প্রশাসক। দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল তাঁকে। ভেন্টিলেশনে ছিলেন। মঙ্গলবার তাঁকে হাসপাতালে দেখতে যান রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। সঙ্গে ছিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও টুটুবাবুর খোঁজ নিয়েছিলেন।

মোহনবাগান ক্লাব এবং টুটু বসু সমার্থক। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি মোহনবাগানের সচিব ছিলেন। ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালে ফের তিনি সচিব নির্বাচিত হন। দায়িত্ব সামলেছিলেন দু'বছর। এরপর ২০২০-২২ এবং ২০২২-২০২৫, দু'দফায় ফের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। গত বছর মোহনবাগানের নির্বাচনের আগে তিনি সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

তাঁর হাত ধরেই মোহনবাগান ক্লাবে একের পর এক ইতিহাস তৈরি হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েনার হাতে ক্লাবের মালিকানা তুলে দেওয়া। মোহনবাগানের নামের আগে তখন যুক্ত হয় 'এটিকে'। তা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। তারও আগে তিনি মোহনবাগান ক্লাবে আরও এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। যে সবুজ-মেরুনে কখনও বিদেশি ফুটবলার খেলতে দেখা যায়নি, সেখানেই চিমা ওকেরিকে সই করিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন টুটু। চিমাই মোহনবাগানের প্রথম বিদেশি। তাঁর পুত্র সৃঞ্জয় এখন মোহনবাগানের সচিব পদে রয়েছেন।

ফুটবল প্রশাসক ছাড়াও একাধিক পরিচয় ছিল টুটু বসুর। তিনি রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ ছিলেন। একই সঙ্গে ব্যবসায়ী এবং সংবাদপত্রের মালিকও।

বেশ কিছু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন টুটু। হুইলচেয়ার ছাড়া চলাফেরা করা কার্যত অসম্ভব ছিল। এই কারণে গত কয়েক বছর তিনি সেভাবে ফুটবল প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু মোহনবাগান ভক্ত এবং ফুটবল অনুরাগীদের মনে টুটুই ছিলেন সবুজ-মেরুনের অভিভাবক।

গত বছর মোহনবাগান দিবসের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিলেন টুটু বসুই। তিনি প্রশাসক থাকাকালীন 'মোহনবাগান রত্ন' দেওয়া শুরু হয়। সেই সম্মানই গত বছর তুলে দেওয়া হয়েছিল টুটুর হাতে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বাইচুং ভুটিয়া, আইএম বিজয়ন, জোসে ব্যারেটো, সুব্রত ভট্টাচার্যদের মতো তারকাখচিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয়েছিল তাঁকে।জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন বর্ষীয়ান ক্রীড়া প্রশাসক। দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। আপাতত তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, গতকাল রাত থেকে এখনও পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি টুটুবাবুর। তাঁকে কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। মোহনবাগান ও ফুটবলের অন্যতম প্রাণপুরুষের অসুস্থতার খবর পেয়ে উদ্বেগে রয়েছেন অনুরাগীরা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই খোঁজ নিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধেয় অসুস্থ হয়ে পড়েন মোহনবাগানের প্রাক্তন সভাপতি স্বপনসাধন বোস ওরফে টুটু বাবু। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তাঁকে প্রথম থেকেই রাখা হয় ভেন্টিলেশনে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এখনও জ্ঞান ফেরেনি টুটু বাবুর। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়েই হাসপাতালে পৌঁছে যান সদ্য দায়িত্ব নেওয়া ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। খোঁজখবর নেন মোহনবাগানের প্রাণপুরুষের। হাসপাতালে যান সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবেও। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও টুটুবাবুর শারীরিক অবস্থা নিয়ে খোঁজ নিয়েছেন। কঠিন সময়ে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ফুটবলের অন্যতম প্রাণপুরুষ টুটু বোস। হুইলচেয়ার ছাড়া চলাফেরা করা কার্যত অসম্ভব ছিল। এবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। গত কয়েকবছর তিনি সেভাবে ফুটবল প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু মোহনবাগান ভক্ত এবং ফুটবল অনুরাগীদের মনে এখনও টুটু বাবুই সবুজ-মেরুনের অভিভাবক। তাঁর অসুস্থতায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা। সকলের প্রার্থনা, দ্রুত সেরে উঠুন তিনি।উল্লেখ্য, গত বছর মোহনবাগান দিবসের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিলেন টুটু বোস। তিনি প্রশাসক থাকাকালীন 'মোহনবাগান রত্ন' দেওয়া শুরু হয়। সেই সম্মানটাই গত বছর তুলে দেওয়া হয়েছিল টুটু বাবুর হাতে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বাইচুং ভুটিয়া, আইএম বিজয়ন, জোসে ব্যারেটো, সুব্রত ভট্টাচার্যদের মতো তারকাখচিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয় টুটু বাবুকে।

এখনও বেঁচে নেইমারের বিশ্বকাপ আশা! দল ঘোষণার আগে ব্রাজিল তারকাকে ডাক আন্সেলোত্তির

ফের বিশ্বকাপের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন নেইমার । এর আগে কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি ব্রাজিলের ম্যাচের যে দল ঘোষণা করেছিলেন, সেখানে স্যান্টোস তারকা ছিলেন না। কিন্তু এবার বিশ্বকাপের জন্য ৫৫ জনের যে প্রাথমিক দল ঘোষিত হয়েছে, তাতে ঠাঁই পেয়েছেন নেইমার। এবার নিজেকে 'প্রমাণ' করতে হবে। এদিকে তারকা ফুটবলারকে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলে নেওয়ার জন্য ব্রাজিলের এক সাংসদ তিনপাতার চিঠি দিয়েছেন ফুটবল ফেডারেশনকে।

১৮ মে ব্রাজিলের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবেন আন্সেলোত্তি। তার আগে ৫৫ জনের একটি প্রাথমিক দল জানানো হয়েছে। এর আগে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতিম্যাচের দলে নেইমার ছিলেন না। বর্ষীয়ান কোচ বারবার বলেছেন, যদি নেইমার ১০০ শতাংশ ফিট থাকতে পারেন ও সেরাটা দিতে পারেন, তাহলে ডাক পাবেন। প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেল নেইমার হলুদ জার্সি গায়ে চাপাননি। স্যান্টোসের হয়ে মাঝে ফর্মের ঝলক দেখালেও চোট-আঘাতের সমস্যা ফের চাগাড় দিয়েছে।

এই মরশুমে ১৩ ম্যাচে ৬টি গোল করেছেন। ৩টি অ্যাসিস্ট আছে। স্যান্টোসের শেষ ম্যাচেও গোল পেয়েছেন। গোটা স্টেডিয়াম উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছে। এবার ৫৫ জনের দলে ডাক। আন্সেলোত্তির পরীক্ষায় পাস করতে পারবেন কি না সময় বলবে। তবে এবার অন্তত পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেলেন।

এদিকে নেইমারকে যেন বিশ্বকাপে রাখা হয়, এই মর্মে ফুটবল ফেডারেশনকে দীর্ঘ চিঠি দিয়েছেন সেই দেশের সাংসদ হেলিও লোপেস। তাঁর বক্তব্য নেইমার ব্রাজিলীয় ফুটবল সমর্থকদের অত্যন্ত প্রিয়। কোটি কোটি মানুষ তাঁকে দলে দেখতে চায়। তিনি শুধু সেই ভাবনাটা তিন পাতার চিঠিতে জানিয়েছেন। নেইমার ব্রাজিলের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বলসোনারোর ভক্ত। লোপেসও সেই দলের সমর্থক। ব্রাজিলের সাধারণ মানুষের মধ্যে ৫৩ শতাংশ নেইমারকে বিশ্বকাপের দলে দেখতে চান।২০২৬ বিশ্বকাপে যেসব তরুণের ওপর বিশেষভাবে নজর রাখা হচ্ছিল, তিনি তাঁদের একজন। সাম্প্রতিক সময়ে হয়ে উঠেছিলেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তির অন্যতম ভরসাও। তাঁকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছিলেন অনেক ব্রাজিল সমর্থক। সেই এস্তেভাও বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন।গত এপ্রিল মাসের শেষ দিকে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ার পর আশা করা হচ্ছিল, এস্তেভাও হয়তো দ্রুত সেরে উঠে বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নেবেন। কিন্তু সেটি আর হচ্ছে না। বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন জানিয়েছে, ব্রাজিল ও চেলসির চিকিৎসক দল টুর্নামেন্টের আগে এস্তেভাওয়ের শতভাগ ফিট হয়ে ওঠার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি।

পাশাপাশি এস্তেভাও নিজেও নাকি বুঝতে পেরেছেন, বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা খুবই কম। গত সপ্তাহে চিকিৎসার জন্য সাবেক ক্লাব পালমেইরাসে ফেরার পর এস্তেভাওকে বেশ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল বলেও জানিয়েছে সূত্রগুলো। সব মিলিয়ে চেলসির এই উইঙ্গারকে বাদ দিয়েই ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি বিশ্বকাপে ৫৫ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড জমা দিয়েছেন বলে জানিয়েছে ইএসপিএন। এস্তেভাওয়ের প্রাথমিক স্কোয়াডে জায়গা করে নিতে না পারার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো'ও।ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, জাতীয় দলগুলোর ১১ মের মধ্যে ৫৫ জনের প্রাথমিক স্কোয়াড জমা দেওয়ার কথা ছিল। এ তালিকা প্রকাশ করা না হলেও চূড়ান্ত ২৬ সদস্যের দল কেবল এ তালিকা থেকেই বেছে নিতে হয়।সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি যদি সত্য হলে এস্তেভাওয়ের ছিটকে পড়া ব্রাজিলের জন্য বড় ধাক্কা। ১৯ বছর বয়সী এই তরুণ গত এক বছরে 'সেলেসাও'দের হয়ে আলো ছড়িয়েছেন, মাঠের ডান প্রান্তে তাঁর গতি ও ধারালো আক্রমণ দলের বড় ভরসা হয়ে উঠেছিল। চোটে পড়ার আগে এস্তেভাওকে বিশ্বকাপ দলে প্রায় নিশ্চিত ধরে নেওয়া হচ্ছিল।আনচেলত্তির অধীনে ব্রাজিলের হয়ে ৭ ম্যাচে ৫ গোল করার পাশাপাশি ৫টি গোলও করিয়েছেন এস্তেভাও। ইতালিয়ান এই কোচের অধীনে ব্রাজিলের কোনো ফুটবলারের এটাই সর্বোচ্চ গোল ও অ্যাসিস্ট। পাশাপাশি তাঁর খেলায় চিরায়ত ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের সৌন্দর্যও

জাগরণ 14 May, 2026, Thursday আগরতলা ১৪ মে, ২০২৬ ইং, ■ ৩০ বৈশাখ , ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রেফারেল রোগীর সংখ্যা ইতিমধ্যে ৮০ শতাংশের মতো কমেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে এবং এর পরিধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজ্যের বর্তমান সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে রাজ্য থেকে রেফারেল রোগীর সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৮০ শতাংশের মতো হ্রাস পেয়েছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জীবনের সেবামূলক কাজের স্মরণ করে বলেন, তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত মানবদরদী। সেবার মধ্য দিয়ে মানুষকে ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন। মানুষের সেবা করার কাজকে তিনি এক বিশাল উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। এজন্য আজও সবাই তার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং তা মানুষের কাছে আরও দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার রাজ্যে একটি মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। দ্রুত এই ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলা হবে। রাজ্যে গড়ে উঠবে আরও সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল। এডিসি এলাকায় গড়ে তোলা হবে একটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ। এছাড়াও রাজ্যে গড়ে উঠবে নতুন চক্ষু চিকিৎসা হাসপাতাল। রাজ্যের মানুষকে যাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যে ছুটে যেতে না হয় সেই লক্ষ্যে এই সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে নার্স বা সেবিকাদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। নার্স বা সেবিকাদের ছাড়া চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে কর্মক্ষেত্রে সেবিকাদের পোশাক একটা গর্বের বিষয়। সেই পোশাক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। তিনি বলেন, শিক্ষার কোনও শেষ নেই। চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সেবিকারা যতো বেশি চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে আসবেন ততোই তারা অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে আসা মানুষের আস্থা তারা আরও বেশি করে অর্জন করতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উন্নত দেশ গঠনে সবার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কর্মদক্ষতার মধ্য দিয়েই গড়ে তোলা যায় সুস্থ ও সবল সমাজ। নার্স বা সেবিকাদের সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে থাকেন। কোভিডকালীন সময়ে চিকিৎসক ও সেবিকারা একেকজন যোদ্ধার মতো কাজ করেছেন। সেবিকারা যেমন একজন রোগীকে সুস্থ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন তেমনি নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাদের সচেতন থাকতে হবে।

তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে নার্সিং শিক্ষার পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবার পরিধি বাড়ানোর লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ১৫৩ জন নার্সিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে এবং আরও ১০০ জনকে নিয়োগ করা হবে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক সেবিকা দিবস উদযাপন কমিটির সম্পাদিকা স্বরূপা মজুমদার। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও প্রিভেন্টিভ মেডিসিন দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, মেডিক্যাল এডুকেশন দপ্তরের অধিকর্তা ডা. এইচ. পি. শর্মা, ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার রেবেকা ডার্লং।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের ত্রৈমাসিক মুখপত্র স্বাস্থ্য সংবাদের আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য পনি উপর একটি তথ্যচিত্রও প্রদর্শিত হয়।

রেগা কাজের দাবিতে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ তিপ্রা মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: রেগা কাজের অনিয়ম ও শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া পূরণ না হওয়ার অভিযোগে সাউথ ছৈলেংটা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন তিপ্রা মথা দলের কর্মী-সমর্থকরা। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

প্রতিবাদকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বহু শ্রমিক নিয়মিত রেগা প্রকল্পের কাজ পাচ্ছেন না। এছাড়াও রেগা সংক্রান্ত একাধিক সমস্যার সমাধানের দাবিতে বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে দাবি তাঁদের। ক্ষোভে ফেটে পড়ে এদিন তিপ্রা মথা কর্মীরা সাউথ ছৈলেংটা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের অধিকার ও উন্নয়নের স্বার্থেই এই আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। তিপ্রা মথা নেতৃত্বের দাবি, অবিলম্বে রেগা প্রকল্পের কাজ স্বচ্ছভাবে চালু করতে হবে এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি বকেয়া সমস্যা দ্রুত সমাধানেরও দাবি জানানো হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, প্রশাসন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হবে এবং রেগা শ্রমিকদের দাবিদাওয়া গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।

মাতাবাড়িতে পুজো দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও ইউপির উপমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৩ মে: রাজ্যে এলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক। মঙ্গলবার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, রাজ্যে পৌঁছেই তাদের উদয়পুরস্থিত মাতাবাড়ি তথা মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে। ধর্মীয় এই সফরকে ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। এদিন বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ও রাজ্যবাসীর কল্যাণ কামনা করেন। পাশাপাশি, তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান তাঁরা। এদিন দুপুর নাগাদ ত্রিপুরার অন্যতম পীঠস্থান মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে পুজো দিতে আসেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক। তাঁদের এই সফরকে কেন্দ্র করে গোটা উদয়পুর জুড়ে ছিল কড়া প্রশাসনিক নিরাপত্তা ও ব্যাপক প্রস্তুতি।

মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছালে অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের, জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার কে সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বরা। ঐতিহ্যবাহী রীতি মেনে তাঁদের বরণ করে নেওয়া হয়। পরে তাঁরা মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর চরণে পুজো ও আরাধনা করেন।

এই সফরকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই মন্দির চত্বর ও আশেপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি মোতায়েন করা হয় সাদা পোশাকের নিরাপত্তাকর্মীদেরও। দর্শনার্থীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যাতে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভিভিআইপি সফরকে নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আগাম সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে নিরাপত্তা বলয়ের প্রতিটি স্তরে ছিল কড়া নজরদারি। উল্লেখ্য, মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পীঠস্থান। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য ভক্ত এখানে পুজো দিতে আসেন। বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের আগমন মন্দিরের গুরুত্বকে আরও একবার সামনে এনে দিল বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। সার্বিকভাবে, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয় এই গুরুত্বপূর্ণ সফর।

শিক্ষক সংকটে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন অভিভাবকরা, বিদ্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ মে: দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকটে ভুগছে ধর্মনগর মহকুমার সাতসঙ্গম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ। একমাত্র শিক্ষককে দিয়ে পুরো বিভাগ পরিচালনা করা সম্ভব না হওয়ায় বুধবার ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের গেটে থালা ঝুলিয়ে শুরু হয় প্রতিবাদ কর্মসূচমাস।

অভিযোগ, বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে বর্তমানে শুধুমাত্র শিক্ষক হালাল আহমেদ দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে এবং পড়াশোনার মানও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে দাবি অভিভাবকদের। দ্রুত অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে সকাল আটটা থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ চলে প্রায় দুপুর দেড়টা পর্যন্ত।

ঘটনার খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে পৌঁছান প্রশাসনের আধিকারিকরা।

ডেপুটি আইএস ধর্মনগরের অভিমন্যু মালাকার এবং ওএসডি সমীর দাস আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা খুব শীঘ্রই বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দেন।

প্রশাসনের আশ্বাসের পর অভিভাবকরা আন্দোলন প্রত্যাহার করেন এবং বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরতে শুরু করে।

অভিভাবকদের বক্তব্য, দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

বকেয়া বেতনের দাবিতে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে সাফাই কর্মীদের কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ মে: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে সাফাই কর্মীদের কর্মবিরতিকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যাঘাতের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গত চার মাস ধরে বেতন না পাওয়ার অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভে সামিল হন সাফাই কর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

আন্দোলনরত কর্মীদের অভিযোগ, হাসপাতালের সাফাইয়ের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই নিয়মিত বেতন প্রদান করছে না। এর আগেও বেতন বকেয়া থাকায় তারা কর্মবিরতিতে সামিল হয়েছিলেন। সেই সময় আন্দোলনের চাপে কোম্পানি বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিলেও ফের একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে দাবি তাঁদের।

সাফাই কর্মীদের আরও অভিযোগ, সরকার নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মাসিক নয় হাজার টাকার বেশি বেতন পাওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মাত্র ছয় হাজার টাকা জমা করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে কম বেতন ও বকেয়া মজুরির কারণে চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে বলে জানান তাঁরা।

কর্মীদের বক্তব্য, সংসারের দায়িত্ব ও জীবিকার তাগিদে বাধ্য হয়েই তাঁরা হাসপাতালে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দ্রুত বকেয়া বেতন প্রদান এবং সরকার নির্ধারিত হারে বেতন নিশ্চিত করার দাবিতে আন্দোলন আরও জোরদার করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সাফাই কর্মীরা।

শিক্ষক সংকটে সাতসঙ্গম স্কুলে তালা ঝুলিয়ে পথে বসলো পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৩ মে: উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সাতসঙ্গম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সাতসঙ্গম হাই স্কুলে চরম শিক্ষক সংকটকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা ছাত্রছাত্রীরা প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং সংলগ্ন সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানায়।

অভিযোগ, বিদ্যালয়ের মর্নিং সেকশনে প্রায় ২০০-রও বেশি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করলেও বর্তমানে সেখানে রয়েছেন মাত্র একজন শিক্ষক, বিলাল মিয়া। ফলে একার পক্ষে এত সংখ্যক পড়ুয়ার পাঠদান, তদারকি এবং দৈনন্দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে বলে দাবি অভিভাবকদের।

এক অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “একজন শিক্ষক কীভাবে ২০০-র বেশি ছাত্রছাত্রীকে সামলাবেন? তিনি পড়াবেন, নাকি বাচ্চাদের দেখাশোনা করবেন? বহুবার শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চয়তার মুখে।”

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যরাও পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক শূন্যতার কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ভেঙে পড়েছে। সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা থেকে কার্যত বঞ্চিত হচ্ছে, অথচ প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছান জেলা শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি আইএস অভিমুন্য মালাকার এবং ওএসডি সমীর দাস। তাঁরা আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

প্রশাসনের আশ্বাসের পর বেলা আনুমানিক দেড়টা নাগাদ ছাত্রছাত্রীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। তবে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিভাবক ও স্থানীয়রা।

চড়ক মেলায় অবৈধ জুয়ার আসরের অভিযোগ তেলিয়ামুড়ায় পুলিশের অভিযানে আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ মে: ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আয়োজিত চড়ক মেলায় এবার সামনে এলো অবৈধ জুয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা এলাকার সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে গভীর রাত পর্যন্ত চলছিল কথিত “ঝান্ডিমুন্ডা” জুয়ার আসর। অভিযোগ, স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ও এলাকার কয়েকজন নেতার মদতেই প্রকাশ্যে এই অবৈধ কারবার চলছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনের বেলায় মেলায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ বজায় থাকলেও রাত বাড়তেই বদলে যায় পরিস্থিতি। স্কুল মাঠে বসে জুয়ার বোর্ড, শুরু হয় টাকার লেনদেন। গুটির শব্দ ও জুয়াড়িদের ভিড়ে এলাকায় অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সচেতন নাগরিকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। অভিযানে জুয়ার আসর থেকে নগদ অর্থ ও জুয়া খেলার বিভিন্ন সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে দুই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। ঘটনার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তেলিয়ামুড়া থানার এসআই সুমিত্রা দেববর্মা জানান, সমাজ থেকে অবৈধ জুয়া সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, কোনও এলাকায় এ ধরনের কর্মকাণ্ডের খবর পেলেই দ্রুত পুলিশকে জানানো উচিত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় মেলার আড়ালে কারা এই অবৈধ জুয়ার চক্র পরিচালনা করছিল এবং কার আশ্রয়ে এই ব্যবসা চলছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চোর সন্দেহে ভাড়াটিয়াকে বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ, মালিককে হেনস্থার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: না জেনে চোর সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ঘর ভাড়া দিয়ে এবার বিপাকে পড়লেন বাড়ির মালিক। বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলায় মানসিক ও শারীরিক হেনস্থার শিকার হওয়ার অভিযোগ উঠেছে ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন শালবাগান এলাকায়। এঘটনায় এয়ারপোর্ট থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন বাড়ির মালকিন। অভিযোগ, শালবাগান বাজার এলাকার বাসিন্দা আরতী দেবনাথের বাড়িতে মানিক সরকার নামে এক ব্যক্তি পরিবারসহ ভাড়াটিয়া হিসেবে ওঠেন। বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় তাঁর কাছে আধার কার্ড চাওয়া হলেও তা জমা দেননি বলে দাবি বাড়ির মালিকের। পরবর্তীতে স্থানীয় সূত্রে আরতী দেবনাথ জানতে পারেন, মানিক সরকার নাকি চুরির সঙ্গে জড়িত। এরপর তিনি ভাড়াটিয়াকে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু অভিযোগ, মানিক সরকার ও তাঁর পরিবার বাড়ি ছাড়তে অস্বীকার করেন। আরতী দেবনাথের অভিযোগ, বারবার বাড়ি ছাড়ার কথা বলায় বুধবার তাঁকে মানসিকভাবে হেনস্থা করা হয় এবং ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। ঘটনার পর তিনি এয়ারপোর্ট থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগপত্র গ্রহণ

গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু, স্বামী-শাশুড়ি সহ তিনজনকে আটক

কাঠালিয়া, ১৩ মে : কাঠালিয়া ব্লকের ভবানীপুর এলাকায় এক গৃহবধূর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত গৃহবধূর নাম জয়িতা সরকার (২৩)। ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে স্বামী, শাশুড়ি ও শ্বশুরকে আটক করেছে যাত্রাপুর থানার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে আটক করা হয়েছে স্বামী বিপদ সরকার (৩৫), শাশুড়ি ঝনা সরকার (৫৪) এবং শ্বশুর পরিমল সরকারকে। মঙ্গলবার ভবানীপুরে তাদের বাড়ি থেকে তিনজনকে আটক করা হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বিয়ের পর থেকেই জয়িতার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হত। কর্মসূত্রে স্বামী চেন্নাইয়ে থাকলেও বাড়িতে ফিরলেই স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতেন বলে অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের। দীর্ঘদিনের পারিবারিক অশান্তি ও নির্যাতনের জেরে জয়িতা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন বলেও দাবি করা হয়েছে। এরই মধ্যে গত রবিবার নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ওই গৃহবধূ। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তবে পুরো ঘটনার পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।জানা গিয়েছে, বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে জয়িতা এক ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের মা হয়েছিলেন। মায়ের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞ দুই শিশু। বর্তমানে দিদিমার কাছেই তাদের সময় কাটছে।বুধবার সংবাদমাধ্যমকে যাত্রাপুর থানার ওসি জানান, একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। আটক তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং তদন্তের স্বার্থে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।স্থানীয়দের মতে, এ ধরনের ঘটনা এলাকায় অত্যন্ত বিরল এবং মর্মান্তিক।

সোনামুড়া সীমান্তে উদ্ধার ১৫৪ বোতল এসকফ কফ সিরাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৩ মে: সোনামুড়ার আনন্দপুর সীমান্ত এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় কফ সিরাপ। বুধবার সকালে পেট্রোলিং চলাকালে সোনামুড়া থানার পুলিশ ১৫৪ বোতল এসকফ কফ সিরাপ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া কফ সিরাপগুলির আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকায় এগুলি মজুত করে রাখা হয়েছিল। উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত পথ দিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নেশাজাতীয় সামগ্রী বাংলাদেশে পাচারের অভিযোগ উঠছে। বিএসএফের কড়া নজরদারি এড়িয়ে পাচারকারীরা নানা কৌশলে এই অবৈধ কারবার চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও মাঝেমধ্যেই পুলিশ ও বিএসএফ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী আটক করতে সক্ষম হচ্ছে।

নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস কাণ্ড ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে কালো অধ্যায় : যুব কংগ্রেস

আগরতলা, ১৩ মে : নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস কাণ্ড ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাসে কালো অধ্যায়। নিট-ইউজি ২০২৬ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় দেশজুড়ে ক্ষোভের আবহের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হল ত্রিপুরা যুব কংগ্রেস। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি নীলকমল সাহা। তাঁর অভিযোগ, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় লক্ষ লক্ষ মেধাবী ছাত্রছাত্রীর মনোবল ভেঙে পড়েছে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার দুর্নীতি ও চরম গাফিলতির প্রকৃত চিত্র প্রকাশ্যে এসেছে।

নীল কমল সাহার দাবি, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ উচ্চশিক্ষাকে আর্থিকভাবে সচ্ছলদের পক্ষে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে, ফলে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা আরও প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। তিনি অভিযোগ করেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে এবং বিগত কয়েক বছরে ধারাবাহিক প্রশ্নফাঁসের ঘটনার সতর্কবার্তা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্র সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। ত্রিপুরা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী-এর পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) ভেঙে দিয়ে পরীক্ষার দায়িত্ব পুনরায় রাজ্যগুলির হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে। সংগঠনের দাবি, গোটা ঘটনার সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে, যাতে এই চক্রের মূলচক্রী ও রাজনৈতিক মদতদাতাদের চিহ্নিত করা যায়। একই সঙ্গে কোনও অতিরিক্ত আর্থিক বা মানসিক চাপ ছাড়াই স্বচ্ছভাবে পুনরায় পরীক্ষা আয়োজনের দাবিও তোলা হয়েছে। এছাড়া অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবার থেকে আসা সেই সমস্ত পরীক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে, যারা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ঋণ নিয়েছেন বা সম্পত্তি বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েছেন। নীল কমল সাহা বলেন, নিট-ইউজি কেলেঙ্কারি প্রমাণ করে দিয়েছে, বিজেপি সরকারের আমলে দুর্নীতি কীভাবে লক্ষ লক্ষ মেধাবী ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তিনি জানান, শিক্ষা ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ এবং বারবার প্রশ্নফাঁসের ঘটনার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠছে, তাতে যুব কংগ্রেস সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে।

বিজেপির মণ্ডল প্রশিক্ষকদের নিয়ে দুইদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির, উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী সহ শীর্ষ নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মে: ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করে তুলতে আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলেছে মণ্ডল প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা। বুধবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান দলের প্রদেশ মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

তিনি জানান, বৃহস্পতিবার ৮ টাউন বড়দোয়ালি মণ্ডলে শুরু হবে এই মণ্ডল প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির। দুইদিন একরাত্রিব্যাপী চলা এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন সংশ্লিষ্ট মণ্ডলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, মণ্ডলস্তরের জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুর এলাকার প্রধান ও উপ-প্রধান সহ দলের একাধিক পদাধিকারী।

প্রশিক্ষণ শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা এবং প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের। এছাড়াও দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারাও অংশ নেবেন বলে জানা গিয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হল মণ্ডল স্তরের নেতৃত্বকে আরও দক্ষ ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা। পাশাপাশি দলের আদর্শ, নীতি, কর্মসূচি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হবে অংশগ্রহণকারীদের।

তিনি আরও জানান, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যকর্তাদের সমাজসেবামূলক কাজে আরও বেশি করে যুক্ত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, জনসংযোগ বাড়ানো এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দলের ভাবমূর্তি আরও সুদৃঢ় করার বিভিন্ন কৌশল নিয়েও আলোচনা হবে এই শিবিরে।

প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র জানান, শুধু মণ্ডল স্তরেই নয়, আগামী দিনে জেলা ও রাজ্য স্তরেও একই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও মজবুত করতে এই প্রশিক্ষণ শিবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও মত প্রকাশ করেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 14-05-2026, 01:16